রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اتَّقُوْا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

(মুসলিম, হাদীস ১০১৬)

অর্থাৎ তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো। এমনকি একটি খেজুরের একাংশ সাদাকা করে হলেও।

الصَّدَقَةُ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ

কোর'আন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

সাদাকা-খায়রাত

সম্পাদনায়ঃ

মোস্তাফিজুর রহ্মান বিন্ আব্দুল আজিজ

প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

ح المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، ١٤٣١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم
الصدقة/ مستفيض الرحمن حكيم عبدالعزيز.- حفر الباطن، ١٤٣٠هـ
١٢٠ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٢ - ١٠ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨
(النص باللغة البنغالية)
١- الصدقات ٢- الاخلاق الإسلامية أ- العنوان
ديوي ٢١٢,٢ ١٤٣٠/٧٤٧٧

رقم الإيداع : ٧٤٧٧ / ١٤٣٠
ردمك : ٢ - ١٠ -٨٠٦٦- ٦٠٣ -٩٧٨

الطبعة الأولى

١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শির্ক
২. ছোট শির্ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (২)
৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম
৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
৮. মদপান ও ধূমপান
৯. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
১১. সাদাকা-খায়রাত
১২. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে
দা'ওয়াহ্ অফিস
কে. কে. এম. সি. হাফ্র আল-বাতিন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের কথাঃ

الْحَمْدُ لِلَّه الَّذِيْ بِحَمْدِه تَدُوْمُ النِّعَمُ ، وَ الشُّكْرُ لِلَّه الَّذِيْ بِشُكْرِه تَزْدَادُ النِّعَمُ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِه أَجْمَعِيْنَ ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِه وَ صَحْبِه أَجْمَعِيْنَ ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যাঁর প্রশংসায় নিয়ামত স্থিতিশীল হয় এবং সকল কৃতজ্ঞতাও তাঁরই যাঁর কৃতজ্ঞতায় নিয়ামত বেড়ে যায়। সকল সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ্ তা'আলার সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির উপর যিনি হচ্ছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কিরামের উপর। আরো বর্ষিত হোক ওঁদের উপর যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী।

যখন কাউকে ধর্মীয় কোন কাজে দান বা সাদাকা করতে বলা হয় তখন সে মনে করে, আরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে পয়সা-কড়ি আমি দীর্ঘ দিন যাবৎ অর্জন করেছি কারোর সামান্য কথায় এমনিতেই আমি তা দিয়ে দেবো তা কি করে হয়? এ কষ্টের পয়সা বিনিয়োগের আগে সর্ব প্রথম আমাকে যে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে তা হচ্ছে, এতে আমার কি লাভ? এর বিনিময়ে দুনিয়া বা আখিরাতে আমি কি পাবো? ইত্যাদি ইত্যাদি।

উক্ত মানসিকতার দ্বিধা নিরসনের জন্যই অত্র পুস্তিকাটির অবতারণা। পুস্তিকাটিতে সাদাকার কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল ﷺ সম্পৃক্ত যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত উহার বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন

দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্‌বানী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরণের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্ক্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ আশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

অবতরণিকাঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সর্ব জাহানের প্রতিপালক। সকল দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলদের অধিনায়ক আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কিরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নিষ্ঠাবান সকল অনুসারীদের উপর।

গরিব ও দুস্থ মানুষের সহযোগিতা, তাদের মুখে হাঁসি ফুটানো, সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং পবিত্র ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সাদাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্যিই অনস্বীকার্য। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম প্রচারে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে তাঁর পথে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، أُوْلَآئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ ﴾

(’হুজুরাত : ১৫)

অর্থাৎ সত্যিকার মু'মিন ওরা যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর উপর ঈমান আনার পর আর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করেছে তারাই সত্যনিষ্ঠ।

বরং আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে যখনই জিহাদের কথা উল্লেখ করেছেন তখনই মালের জিহাদকে জানের জিহাদের আগেই উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত আয়াত এরই প্রমাণ বহন করে। তবে কুর'আনের একটি জায়গায়

আল্লাহ্ তা'আলা জানের জিহাদকে মালের জিহাদের আগেই উল্লেখ করেন। যা নিম্নরূপঃ

﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ﴾

(তাওবাহ্ : ১১১)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করবে। তারা অন্যকে হত্যা করবে এবং পরিশেষে হয়তোবা তারা নিজেরাও হত্যা হয়ে যাবে।

তাই নিম্নে সাদাকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত বর্ণনা করা হলো। আশা করি মুসলিম জনসাধারণ এতে নিশ্চয়ই উদ্বুদ্ধ হবেন।

১. সর্বদা সাদকা-খায়রাত করা মানে এ সংক্রান্ত আল্লাহ্'র নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়ন করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَ يُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيْهِ وَ لاَ خِلاَلٌ ﴾

(ইব্রাহীম : ৩১)

অর্থাৎ (হে রাসূল!) তুমি আমার মু'মিন বান্দাহ্দেরকে বলে দাও, যেন তারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (একমাত্র আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই পথে) ব্যয় করে সে দিন আসার পূর্বে যে দিন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব বলতে কিছুই থাকবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ آمِنُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ أَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ، فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوْا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴾

('হাদীদ : ৭)

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে কিছু (তাঁর রাস্তায়) ব্যয় করো। অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যারা (আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর উপর) ঈমান এনেছে এবং (তাঁর রাস্তায় নিজেদের ধন-সম্পদ) ব্যয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

২. আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করলে তা বহু গুণে পাওয়া যায়ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً ، وَ اللهُ يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ২৪৫)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দিবে তথা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা বহু বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলাই কাউকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল করেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ ، وَ اللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ، وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ، الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَآ أَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لاَ أَذًى ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ২৬১)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্য বীজ। যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে সাতটি শীষ। প্রত্যেক শীষে রয়েছে শত শস্য। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য ইচ্ছে করবেন তাকে আরো বাড়িয়ে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন মহান দাতা ও মহাজ্ঞানী। যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে এবং সে জন্য কাউকে খোঁটাও দেয় না, না দেয় কষ্ট। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার। বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা কখনো চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ إِنْ تُقْرِضُوْا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ، وَ اللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴾

(তাগাবুন : ১৭)

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দান করো তথা তাঁর পথে সাদাকা-খায়রাত করো তা হলে তিনি তোমাদেরকে তা বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা মহা গুণগ্রাহী ও অত্যন্ত সহনশীল।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَ الْمُصَّدِّقَاتِ وَ أَقْرَضُوْا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفُ لَهُمْ ، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴾

('হাদীদ : ১৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশী সাওয়াব এবং তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত সম্মানজনক মহা পুরস্কার।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَ يُرْبِيْ الصَّدَقَاتِ ، وَ اللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ২৭৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সুদের বরকত উঠিয়ে নেন এবং সাদাকা বর্ধিত করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা অতি কৃতঘ্ন তথা কাফির পাপাচারীদেরকে ভালোবাসেন না।

কোন সাদাকায় সাতটি গুণ পাওয়া গেলে তা বহুগুণে বেড়ে যায়। যা নিম্নরূপঃ

ক. সাদাকা হালাল হওয়া।

খ. নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সাদাকা করা।

গ. দ্রুত সাদাকা করা।

ঘ. পছন্দনীয় বস্তু সাদাকা করা।

ঙ. লুক্কায়িতভাবে সাদাকা করা।

চ. সাদাকা দিয়ে তুলনা না দেয়া।

ছ. সাদাকা গ্রহিতাকে কোনভাবে কষ্ট না দেয়া।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ – وَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ – فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتَّى تَكُـوْنَ مِثْـلَ الْجَبَلِ

(বুখারী, হাদীস ১৪১০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর সমপরিমাণ সাদাকা করবে (আর আল্লাহ্ তা'আলা তো একমাত্র হালাল বস্তুই গ্রহণ করে থাকেন)

আল্লাহ্ তা'আলা তা ডান হাতে গ্রহণ করবেন। অতঃপর তা তার কল্যাণেই বর্ধিত করবেন যেমনিভাবে তোমাদের কেউ একটি ঘোড়ার বাচ্চাকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করে বর্ধিত করে। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা পরিশেষে সে খেজুর সমপরিমাণ বস্তুটিকে একটি পাহাড় সমপরিমাণ বানিয়ে দেন।

৩. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সাদাকা-খায়রাত করলে তা কখনোই বৃথা যায় নাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَآءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَ تَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ، وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ২৬৫)

অর্থাৎ যারা পরকালের প্রতিদানে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তাঁর পথে দান করে তাদের উপমা যেমন উঁচু জমিনে অবস্থিত একটি উদ্যান। তাতে প্রবল বৃষ্টি হলে ফসল হয় দ্বিগুণ। আর তা না হলে শিশিরই সে জমিনের জন্য যথেষ্ট। তোমরা যাই করছো আল্লাহ্ তা'আলা তা সবই দেখছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ، وَ مَا تُنْفِقُوْنَ إِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللهِ ، وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ২৭২)

অর্থাৎ তোমরা যে ধন-সম্পদগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করো তা তো তোমাদের নিজেদের জন্যই। তবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি

ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করো না। যা কিছুই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করবে তা তোমাদেরকে পূর্ণভাবেই দেয়া হবে। এতটুকুও তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ لاَ يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّ لاَ كَبِيْرَةً وَّ لاَ يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

(তাওবাহ্ : ১২১)

অর্থাৎ তেমনিভাবে তারা ছোট-বড় যা কিছুই (আল্লাহ্ তা'আলার পথে) ব্যয় করুক না কেন এবং যে প্রান্তরই তারা অতিক্রম করুক না কেন তা সবই তাদের নামে লেখা হবে যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কৃতকর্ম সমূহের অতি উত্তম বিনিময় দিতে পারেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ، وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ﴾

(সাবা' : ৩৯)

অর্থাৎ তোমরা যা কিছু দান করবে আল্লাহ্ তা'আলা উহার প্রতিদান অবশ্যই দিবেন। তিনি তো হলেন উত্তম রিযিকদাতা।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِيْ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

(মুসলিম, হাদীস ৯৯৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বলেছেনঃ তুমি দান করো। আমিও তোমাকে দান করবো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ

(স'হী'হুত্ তার্গীবি ওয়াত্ তার্হীব, হাদীস ৮৭৪)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হলে তিনি তা হিফাজত করেন।

অনেকেই একটি টাকা সাদাকা করতে এক হাজার বার ভাবেন, এ টাকাটা কি কাজে লাগবে? এ টাকাটা কোথায় যাবে? এ লোকটার উপর তো আস্থা রাখা যায় না? মনে হয় সে খেয়ে ফেলবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরে আপনাকে এতো কিছু চিন্তা করতে হবে না। আপনি শুধু এতটুকুই দেখবেন যে, যদি লোকটি নিজের জন্যেই আপনার কাছে সাদাকা চেয়ে থাকে তা হলে লোকটি কি ব্যক্তিগতভাবে সাদাকা খাওয়ার উপযুক্ত? না কি নয়? তবে এ ব্যাপারটা তার বাহ্যিক রূপ দেখলেই সাধারণত অনুমান করা যায়। তার সম্পর্কে প্রচুর খোঁজাখুঁজির কোন প্রয়োজন নেই। বেশি খোঁজাখুঁজি করা মানে সাদাকা না দেয়ারই ভান করা।

একদা দু' ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর বিদায়ী হজ্জে তাঁর নিকট সাদাকা প্রার্থনা করে। তখন তিনি মানুষদের মাঝে সাদাকা বন্টন করছিলেন। রাসূল ﷺ তাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার নিজ চক্ষু নিম্নগামী করে নেন। তাদেরকে সুঠাম ও শক্তিশালীই মনে হচ্ছিলো। তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَ لاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ ، وَ لاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৩)

অর্থাৎ যদি তোমরা চাও তা হলে আমি তোমাদেরকে সাদাকা দিতে পারি। তবে মনে রাখবে, কোন ধনী ও শক্তিশালী কর্মক্ষম ব্যক্তি সাদাকা খেতে পারে না তথা সাদাকায় তার কোন অধিকার নেই।

আর যদি লোকটি নিজের জন্য সাদাকা না চেয়ে বরং তিনি অন্য কোন ধর্মীয়

কাজের জন্য সাদাকা চান তখন আপনার দেখার বিষয় হবে, লোকটি কি নিজেই কাজটি করতে যাচ্ছেন, না কি অন্য জন। যদি তিনি নিজেই কাজটি করতে যাচ্ছেন বলে দাবি করেন তা হলে দেখবেন, লোকটি কি উক্ত কাজ করার উপযুক্ততা রাখেন, না কি রাখেন না ? যদি তিনি সত্যিই উক্ত কাজ সম্পাদনের উপযুক্ততা রেখে থাকেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে আপনার ধারণা হয় তা হলে তাঁর দিকে সহযোগিতার হাত যথাসাধ্য বাড়াবেন। আর যদি তিনি অথবা তিনি যাঁর প্রতিনিধি কেউই উক্ত কাজের পূর্ণ অভিজ্ঞতা রাখেন না। আর কাজটি উক্ত সমাজে সম্পাদিত হওয়া খুবই প্রয়োজন তা হলে আপনার কাজ হবে, তাঁকে সহযোগিতা না করে এ কাজের যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে তাঁর হাতে উক্ত কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁর যথাসাধ্য সহযোগিতা করা। উপরন্তু তিনি টাকাটি কাজে লাগাবেন, না কি খেয়ে ফেলবেন এ জাতীয় চিন্তা অমূলক। কারণ, এ জাতীয় চিন্তা করা মানে কাজটি না করার ভান করা। তবে লোকটির অর্থ আত্মসাতের পূর্ব রেকর্ড থাকলে তা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এবং তাঁর বিকল্প খুঁজতে হবে।

এতটুকু বিশ্বাসের উপর আপনি যদি কাউকে কোন সহযোগিতা করলেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি উক্ত কাজের অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলেন অথবা তাঁর দ্বারা আত্মসাতের ন্যায় ঘৃণ্য কাজটি সংঘটিত হলো অথবা তিনি নিজেই সাদাকা খাওয়ার অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলো তা হলে আপনার দান এতটুকুও বৃথা যাবে না। বরং তা আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পূর্ণভাবেই পেয়ে যাবেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

قَالَ رَجُلٌ : لأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، قَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوْا

يَتحدَّثُوْنَ : تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ ، قَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ : تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَ عَلَى غَنِيٍّ وَ عَلَى سَارِقٍ ، فَأُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَ لَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ لَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِه

(বুখারী, হাদীস ১৪২১ মুসলিম, হাদীস ১০২২)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি মনে মনে বললোঃ আজ রাত আমি সাদাকা দেবো। যখন রাত হলো তখন সে সাদাকা নিয়ে বের হলো এবং জনৈকা ব্যভিচারিণীকে তা দিয়ে দিলো। সকাল বেলায় লোকেরা বলতে শুরু করলোঃ আজ রাত জনৈকা ব্যভিচারিণীকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। তখন সে বললোঃ হে আল্লাহ্! সকল প্রসংশা একমাত্র তোমারই জন্য। আমার সাদাকাটা তো পড়ে গেলো জনৈকা ব্যভিচারিণীর হাতে। আমি আবারো সাদাকা দেবো। যখন রাত হলো তখন সে সাদাকা নিয়ে আবারো বের হলো এবং জনৈক ধনী ব্যক্তিকে তা দিয়ে দিলো। সকাল বেলায় লোকেরা বলতে শুরু করলোঃ আজ রাত জনৈক ধনীকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। তখন সে বললোঃ হে আল্লাহ্! সকল প্রসংশা একমাত্র তোমারই জন্য। আমার সাদাকাটা তো পড়ে গেলো জনৈক ধনীর হাতে। আমি আবারো সাদাকা দেবো। যখন রাত হলো তখন সে আবারো সাদাকা নিয়ে বের হলো এবং জনৈক চোরকে তা দিয়ে দিলো। সকাল বেলায় লোকেরা বলতে শুরু করলোঃ আজ রাত জনৈক চোরকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। তখন সে বললোঃ হে আল্লাহ্! সকল প্রসংশা একমাত্র তোমারই জন্য। আমার সাদাকাটা তো পড়ে গেলো জনৈকা ব্যভিচারিণী, জনৈক ধনী এবং জনৈক চোরের হাতে। তখন তাকে স্বপ্নযোগে বলা হলোঃ তোমার সকল

সাদাকাই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। হয়তো বা তোমার সাদাকার কারণে ব্যভিচারিণী ব্যভিচার ছেড়ে দেবে, ধনী ব্যক্তি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সেও আল্লাহ্'র পথে সাদাকা দেয়া শুরু করবে এবং চোরটিও চুরি করা ছেড়ে দিবে।

৪. সর্বদা সাদাকা-খায়রাত আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমন এক ব্যবসা যার কোন ক্ষয়-ক্ষতি নেইঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَ أَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَ أَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴾

(ফাত্বির : ২৯-৩০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব তিলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (একমাত্র আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই পথে) ব্যয় করে বস্তুতঃ তারাই আশা করছে এমন এক ব্যবসার যার কোন ক্ষয়-ক্ষতি নেই। যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজ কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারেন। এমনকি তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশী করে দিবেন। তিনি তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল সুকৃতজ্ঞ।

৫. কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাতকারীর কোন ভয়-ভীতি থাকবে নাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ২৭৪)

অর্থাৎ যারা নিজেদের ধন-সম্পদগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পথেই রাত-দিন প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে দান করবে তাদের প্রতিদান সমূহ তাদের প্রভুর নিকটই রক্ষিত থাকবে। কিয়ামতের দিন তাদের কোন ভয়-ভীতি থাকবে না এবং তারা কখনো চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

৬. আল্লাহ্ তা'আলার পথে নিজের পছন্দনীয় বস্তু সাদাকা করা মানে সমূহ কল্যাণের নাগাল পাওয়াঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴾

(আলি 'ইম্‌রান : ৯২)

অর্থাৎ তোমরা কখনোই কল্যাণের নাগাল পাবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজের পছন্দনীয় বস্তু সাদাকা করো। তোমরা যা কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করো তা সবই তিনি ভালোভাবে জানেন।

৭. শুধু সাদাকা করার মধ্যেই নয় বরং কাউকে সাদাকা দেয়ার আদেশের মধ্যেও মহা কল্যাণ এবং উত্তম প্রতিদান রয়েছেঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ لاَ خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ ، وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴾

(নিসা' : ১১৪)

অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে যে ব্যক্তি সাদকা-খায়রাত, সৎ কাজ ও মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তাতে অবশ্যই কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় যে ব্যক্তি

এমন করবে তাকে আমি অচিরেই মহা পুরস্কার দেবো।

৮. আল্লাহ্ তা'আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত তাঁর ক্ষমা ও জান্নাত পাওয়ার একটি বিরাট মাধ্যম এবং তা একজন আল্লাহ্ভীরুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বটেঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ سَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ ، أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ، الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِيْ السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ، وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

(আলি 'ইম্‌রান : ১৩৩-১৩৪)

অর্থাৎ তোমরা নিজ প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রসারতা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সদৃশ। যা তৈরি করা হয়েছে আল্লাহ্ভীরুদের জন্য। যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছলাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার পথে দান করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّاتٍ وَّ عُيُوْنٍ ، آخِذِيْنَ مَآ آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ، إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِيْنَ ، كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ، وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ، وَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ ﴾

(যারিয়াত : ১৫-১৯)

অর্থাৎ সে দিন মুত্তাকীরা থাকবেন প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে। তাঁরা সেখানে উপভোগ করবেন যা তাঁদের প্রভু তখন তাঁদেরকে দিবেন। কারণ, তাঁরা ছিলেন ইতিপূর্বে দুনিয়ার বুকে সৎকর্মপরায়ণ। তাঁরা রাত্রি বেলায় কম ঘুমাতো এবং

শেষ রাতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো। তাদের সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের অধিকার।

৯. যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত করেন তাঁরা প্রকৃত ঈমানদারঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ، وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا ، وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ، الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ، أُوْلَآئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴾

(আন্ফাল : ২-৪)

অর্থাৎ সত্যিকারের মু'মিন ওরাই যাদের সামনে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরগুলো ভয়ে কেঁপে উঠে, তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করা হলে তাদের ঈমান আরো বেড়ে যায়, উপরন্তু তারা সর্বদা নিজ প্রভুর উপর নির্ভরশীল থাকে। যারা নামায কায়েম করে এবং তাঁর দেয়া সম্পদ থেকে তাঁর পথে সাদাকা করে। তারাই হচ্ছে প্রকৃত ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রভুর নিকট সুউচ্চ আসন, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

১০. আল্লাহ্ তা'আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত সাদাকাকারীকে সকল প্রকারের গুনাহ্ ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করেঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا ، وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ، وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ، أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ، وَ أَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾

(তাওবাহ্ : ১০৩-১০৪)

অর্থাৎ (হে নবী!) তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা-খয়রাত নিয়ে তাদেরকে পাক ও পবিত্র করো এবং তাদের জন্য দো'আ করো। নিশ্চয়ই তোমার দো'আ তাদের জন্য শান্তি সরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা তো সবই শুনেন এবং সবই জানেন। তারা কি এ ব্যাপারে অবগত নয় যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের দান-খায়রাত গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাওবা কবুলকারী অতীব দয়ালু।

হযরত জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ কা'ব বিন্ 'উজরাহ্ ﵁ কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

وَ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

(আহমাদ্ ৩/৩২১-৩৯৯)

অর্থাৎ সাদাকা-খায়রাত গুনাহ্ সমূহ মুছিয়ে দেয় যেমনিভাবে নিভিয়ে দেয় পানি আগুনকে।

১১. আল্লাহ্ তা'আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত সাদাকাকারীর সঠিক বিচার-বুদ্ধির পরিচয় বহন করেঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَفَمَنْ يَّعْلَمُ أَنَّمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوْا الْأَلْبَابِ ، الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لاَ يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ، وَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ ، وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقَامُوْا الصَّلاَةَ وَ أَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّ عَلاَنِيَةً ، وَّ يَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ، أُوْلآئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ، جَنَّاتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ ، وَ الْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ

كُلِّ بَابٍ ، سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾

(রাদ্ : ১৯-২৪)

অর্থাৎ তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে বিশ্বাস করে সে আর অন্ধ কি সমান? বস্তুতঃ সত্যিকার বিবেকবানরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেয়া অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। যারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখে এবং তাঁকে ভয় পায়। আরো ভয় পায় কিয়ামতের কঠিন হিসাবকে। যারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, তাঁর দেয়া সম্পদ তাঁরই পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে অকাতরে ব্যয় করে এবং ভালো দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে। তাদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণাম স্থায়ী জান্নাত। যাতে তারা, তাদের সৎকর্মশীল পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততি। ফিরিশ্তাগণ হাজির হবে তাদের সম্মানার্থে প্রত্যেক দরোজা দিয়ে। তারা বলবেঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কারণ, তোমরা (দুনিয়াতে বহু) ধৈর্য ধারণ করেছিলে। কতোই না চমৎকার এ শুভ পরিণাম।

১২. যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত করেন সত্যিকারার্থে তাঁরাই কুর'আনুল কারীম ও আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসীঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ ، تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا، وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴾

(সাজ্দাহ্ : ১৫-১৬)

অর্থাৎ শুধুমাত্র তারাই আমার আয়াত ও নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে

যাদেরকে এ ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। উপরন্তু তারা এ ব্যাপারে এতটুকুও অহংকার দেখায় না। তারা (রাত্রিবেলায়) আরামের শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রভুকে ডাকে আশা ও আশঙ্কায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে আমার পথে সাদাকা-খায়রাত করে।

১৩. যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত করেন তাঁরা সত্যিকারার্থেই বিনয়ীঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ، الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ الصَّابِرِيْنَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَ الْمُقِيْمِيْ الصَّلَاةِ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴾

(হাজ্জ : ৩৪-৩৫)

অর্থাৎ (হে রাসূল!) তুমি সুসংবাদ দাও বিনয়ীদেরকে। যাদের সামনে আল্লাহ্'র নাম স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে এবং যারা বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে ও নামায কায়েম করে এবং তাদেরকে আমি যা রিয্ক দিয়েছি তা থেকে (তাঁর পথে) ব্যয় করে।

১৪. সর্বদা সাদাকা-খায়রাত পুণ্য তথা জান্নাতের পথ এবং কার্পণ্য অনিষ্ট তথা জাহান্নামের পথকে সহজ করে দেয়ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَ اتَّقَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ، وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَى وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾

(লাইল : ৫-১০)

অর্থাৎ সুতরাং যে ব্যক্তি (একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই পথে) দান করলো, আল্লাহ্ভীরু হলো এবং পুণ্যের প্রতিদান তথা জান্নাতকে সত্য বলে জ্ঞান করলো অচিরেই আমি তার জন্য পুণ্য তথা জান্নাতের পথকে সহজ করে দেবো। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কার্পণ্য করলো ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলো এবং পুণ্যের প্রতিদান তথা জান্নাতকে মিথ্যা বলে জ্ঞান করলো অচিরেই আমি তার জন্য কঠিন পরিণাম তথা জাহান্নামের পথকে সহজ করে দেবো।

১৫. কার্পণ্যকে ঝেড়ে-মুছে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত করতে থাকা সফলতারই সোপানঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ، وَ اللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ ، فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ أَطِيْعُوْا وَ أَنْفِقُوْا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ، وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴾

(তাগাবুন : ১৫-১৬)

অর্থাৎ তোমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষার বিষয়। তবে (এ পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে) তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মহা পুরস্কার। তাই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে যথাসাধ্য ভয় করো, তাঁর কথা শুনো, তাঁর আনুগত্য করো এবং তাঁরই পথে ব্যয় করো যা তোমাদের জন্য সত্যিই কল্যাণকর। বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।

১৬. আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত তাঁর নৈকট্য লাভের বিরাট একটি মাধ্যমঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ، وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ، وَ مِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُوْلِ ، أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ، سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِيْ رَحْمَتِهِ ، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾

(তাওবাহ্ : ৯৮-৯৯)

অর্থাৎ মরুবাসীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা (আল্লাহ্ তা'আলার পথে) ব্যয় করাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের প্রতি কালের আবর্তন তথা বিপদাপদের অপেক্ষায় থাকে। বস্তুতঃ কালের অশুভ আবর্তন তথা বিপদাপদ তাদের উপরই বর্তাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তো সবই শুনেন এবং সবই জানেন। পক্ষান্তরে মরুবাসীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে এবং তারা (আল্লাহ্ তা'আলার পথে) ব্যয় করাকে তাঁর সান্নিধ্য ও রাসূল ﷺ এর দো'আ লাভের উপকরণ বলে মনে করে। জেনে রাখো, তাদের উক্ত ব্যয় নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের বিরাট একটি কারণ। অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজ রহ্মতে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

১৭. আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার বিরাট একটি মাধ্যমঃ

আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি বিরাট মাধ্যম।

হযরত 'আদি' বিন্ 'হাতিম ﷛ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اتَّقُوْا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

(বুখারী, হাদীস ১৪১৭ মুসলিম, হাদীস ১০১৬)

অর্থাৎ তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো। এমনকি একটি খেজুরের একাংশ সাদাকা করে হলেও।

হযরত 'আদি' বিন্ 'হাতিম ﵁ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَطُوْفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِه ، لاَ يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا مِنْهُ ، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابٌ ، وَ لاَ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ، ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ : أَلَمْ أُوْتِكَ مَالاً ؟ فَلَيَقُوْلَنَّ : بَلَى ، ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ : أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُوْلاً ؟ فَلَيَقُوْلَنَّ: بَلَى ، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِه فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِه فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ ، فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

(বুখারী, হাদীস ১৪১৩, ৩৫৯৫)

অর্থাৎ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমাদের কেউ সাদাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। সে এমন লোক খুঁজে পাবে না যে তা গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যেককেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হতে হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ও তার মাঝে কোন পর্দা থাকবে না। না থাকবে কোন অনুবাদক। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেনঃ আমি কি তোমাকে সম্পদ দেইনি? তখন সে বলবেঃ অবশ্যই দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আরো বলবেনঃ আমি কি তোমার নিকট কোন রাসূল পাঠাইনি? তখন সে বলবেঃ অবশ্যই পাঠিয়েছেন। তখন সে তার ডানে তাকাবে এবং আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সে তার বামে তাকাবে এবং আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেরই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চেষ্টা করা অবশ্যই কর্তব্য।

এমনকি একটি খেজুরের অর্ধাংশ সাদাকা করে হলেও। আর যদি তা না পাও তা হলে একটি সুন্দর উপদেশ মূলক কথা বলে হয়েও।

হযরত 'হারিস আশ্'আরী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَ يَأْمُرَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهِنَّ – فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ فِيْهِ – : وَ آمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ ، وَ مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، فَأَوْثَقُوْا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ ، وَقَرَّبُوْهُ لِيَضْرِبُوْا عُنُقَهُ ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْدِيَ نَفْسِيْ مِنْكُمْ؟ وَ جَعَلَ يُعْطِيْ الْقَلِيْلَ وَ الْكَثِيْرَ حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ

(তিরমিযী, হাদীস ২৮৬৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইয়াহ্ইয়া ﵇ এর নিকট পাঁচটি বাক্য প্রত্যাদেশ হিসেবে পাঠান ; যাতে তিনি সেগুলোর উপর আমল করেন এবং সকল বনী ইস্রাঈলকে আদেশ করেন সেগুলোর উপর আমল করার জন্য। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে সাদাকার আদেশ করছি। সাদাকার দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যাকে শত্রু পক্ষ বন্দী করেছে। এমনকি তারা তার হাত-পা শক্ত করে বেঁধে তাকে হত্যা করার জন্য যথাস্থানে উপস্থিত করেছে। তখন সে বললোঃ তোমরা কি আমাকে সম্পদের বিনিময়ে ছেড়ে দিবে? এ বলে সে কম-বেশি যা পেরেছে দিয়ে তাদের হাত থেকে নিজকে মুক্ত করেছে।

১৮. সাদাকাকারীর জন্য প্রতিদিন একজন ফিরিশ্তা বরকতের দো'আ করেনঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانُ يَنْزِلاَنِ ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَ يَقُوْلُ الآخَرُ: اللَّهُمْ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

(বুখারী, হাদীস ১৪৪২ মুসলিম, হাদীস ১০১০)

অর্থাৎ প্রতিদিন সকাল বেলায় দু' জন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি দানকারীর সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিন। অন্য জন বলেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করে দিন।

১৯. লুক্কায়িতভাবে সাদাকা-খায়রাত করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার আর্‌শের নিচে ছায়া পাওয়া যাবেঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَدْلٌ ، وَ شَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِيْ الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

(বুখারী, হাদীস ১৪২৩)

অর্থাৎ সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন আর্‌শের নিচে ছায়া দিবেন যে দিন আর কোন ছায়া থাকবে না। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে এমন রাষ্ট্রপতি যিনি সর্বদা ইন্‌সাফের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন যুবক যে ছোট থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতের উপর বেড়ে উঠেছে। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথেই লাগানো। চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে এমন দু' ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই একে অপরকে ভালোবেসেছে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তারা

পরস্পর একত্রিত হয় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। পঞ্চম শ্রেণী হচ্ছে এমন পুরুষ যাকে কোন প্রভাবশালী সুন্দরী মহিলা ব্যভিচারের জন্য ডাকছে ; অথচ সে বলছেঃ আমি তা করতে পারবো না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পাচ্ছি। ষষ্ঠ শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে এরূপ লুক্কায়িতভাবে সাদাকা করেছে যে, তার বাম হাত জানছে না তার ডান কি সাদাকা করছে। সপ্তম শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে একাকীভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করে দু' চোখের পানি প্রবাহিত করছে।

২০. লুক্কায়িত সাদাকা আল্লাহ্ তা'আলার রাগ ও ক্রোধ নিঃশেষ করে দেয়ঃ

হযরত মু'আবিয়া বিন্ 'হায়দাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

(স'হী'হুত্ তার্গীবি ওয়াত্-তার্হীব, হাদীস ৮৮৮)

অর্থাৎ লুক্কায়িত সাদাকা আল্লাহ্ তা'আলার রাগ নিঃশেষ করে দেয়।

২১. সাদাকা-খায়রাতের হাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ হাতঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ একদা মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেনঃ

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

(বুখারী, হাদীস ১৪২৯)

অর্থাৎ উপরের হাত অনেক ভালো নিচের হাতের চাইতে। বর্ণনাকারী বলেনঃ উপরের হাত বলতে দানের হাতকেই বুঝানো হচ্ছে এবং নিচের হাত বলতে ভিক্ষুকের হাত।

২২. সাদাকা-খায়রাত রুগ্ন ব্যক্তির জন্য এক মহৌষধঃ

হযরত হাসান (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

(স'হী'হুত্ তারগীবি ওয়াত্-তার্হীব, হাদীস ৭৪৪)

অর্থাৎ তোমরা রুগ্নদের চিকিৎসা করো সাদাকা দিয়ে।

২৩. সাদাকা-খায়রাত কিয়ামতের দিন সাদাকাকারীকে সূর্যের ভীষণ তাপ থেকে ছায়া দিবেঃ

হযরত 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ امْرِئٍ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِه حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

(স'হী'হুত্ তারগীবি ওয়াত্ তার্হীব, হাদীস ৮৭২)

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তার সাদাকার ছায়ার নিচেই অবস্থান করবে যতক্ষণ না সকল মানুষের মাঝে ফায়সালা করা হয়।

২৪. সাদাকা-খায়রাত সাদাকাকারীকে কবরের উত্তাপ থেকে রক্ষা করবেঃ

হযরত 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ ، وَ إِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِه

(স'হী'হুত্ তারগীবি ওয়াত্ তার্হীব, হাদীস ৮৭৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সাদাকা সাদাকাকারীকে কবরের উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে এবং নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন একজন মু'মিন তার সাদাকার ছায়ার নিচেই অবস্থান করবে।

২৫. সাদাকা-খায়রাত সাদাকাকারীকে সমূহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেঃ

হযরত আবু উমামাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِيْ مَصَارِعَ السُّوْءِ

(স'হী'হুত্ তার্গীবি ওয়াত্ তার্হীব, হাদীস ৮৮৯)

অর্থাৎ ভালো কাজ তথা সাদাকা-খায়রাত সদাকাকারীকে সমূহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে।

২৬. দীর্ঘস্থায়ী সাদাকার সাওয়াব মৃত্যুর পরেও পাওয়া যায়ঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৭৬)

অর্থাৎ কোন মানুষ মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল তার মৃত্যুর পরও চালু থাকেঃ দীর্ঘস্থায়ী সাদাকা, এমন জ্ঞান যা দিয়ে মানুষ তার মৃত্যুর পরও লাভবান হয়, এমন নেককার সন্তান যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দো'আ করে।

২৭. সাদাকা-খায়রাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আমলঃ

হযরত 'উমর ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ذُكِرَ لِيْ : أَنَّ الْأَعْمَالَ تَبَاهَى ، فَتَقُوْلُ الصَّدَقَةُ: أَنَا أَفْضَلُكُمْ

(স’হী’হুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৮৭৮)

অর্থাৎ আমাকে বলা হয়েছে যে, আমলগুলো পরস্পর গর্ব করবে। তখন সাদাকা বলবেঃ আমি তোমাদের সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ।

২৮. সাদাকা-খায়রাতের পাল্লা হচ্ছে সবচাইতে বেশি ভারীঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্’ঊদ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللهَ فِيْ صَوْمَعَتِه سِتِّيْنَ سَنَةً ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ إِلَى جَنْبِـــه ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا ، فَوَاقَعَهَا ستَّ لَيَالٍ ، ثُمَّ سُقِطَ فِيْ يَدِه ، فَهَرَبَ ، فَـــأَتَى مَـــسْجِدًا فَأَوَى فِيْهِ ثَلاَثًا ، لاَ يَطْعَمُ فِيْهِ شَيْئًا ، فَأُتِيَ بِرَغِيْفٍ ، فَكَسَرَهُ ، فَأَعْطَى رَجُلاً عَنْ يَمِيْنِه نِصْفَهُ ، وَ أَعْطَى آخَرَ عَنْ يَسَارِه نِصْفَهُ ، فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَ الْمَـــوْتِ ، فَقَبَضَ رُوْحَهُ ، فَوُضِعَتِ السِّتُّوْنَ فِيْ كِفَّةٍ ، وَ وُضِعَتِ الـــسِّتُّ فِـــيْ كِفَّـــةٍ ، فَرَجَحَتِ السِّتُّ ، ثُمَّ وُضِعَ الرَّغِيْفُ ، فَرَجَحَ الرَّغِيْفُ

(স’হী’হুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৮৮৫)

অর্থাৎ জনৈক খ্রিস্টান ধর্ম যাজক ষাট বছর যাবত কোন এক গির্জায় আল্লাহ্ তা’আলার ইবাদাত করছিলো। ইতিমধ্যে জনৈকা মহিলা তার পাশেই অবস্থান নিচ্ছিলো। এ সুযোগে সে তার সাথে ছয় রাত্রি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর তার হুঁশ ফিরে আসলে সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরিশেষে এক মসজিদে সে তিন দিনের জন্য অবস্থান নেয়। এ তিন দিন যাবত সে কিছুই খায়নি। ইতিমধ্যে তাকে একটি রুটি দেয়া হলে সে তা দু’ ভাগ করে এক ভাগ তার ডান পার্শ্বের লোকটিকে এবং আরেকটি টুকরো তার বাম পার্শ্বের লোকটিকে দেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা’আলা তার কাছে মৃত্যুর ফিরিশ্তা পাঠিয়ে তার মৃত্যু ঘটান। এরপর তার ষাট বছরের আমল এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অন্য পাল্লায় রাখা হয় তার সে ছয় রাত্রির বদ্ আমল। এতে তার বদ্

আমলের পাল্লা ভারী হয়ে যায়। অতঃপর অন্য পাল্লায় তার সাদাকার রুটিটি রাখা হলে তা ভারী হয়ে যায়।

সাদাকা সম্পর্কে সাল্‌ফে সালি'হীনদের কিছু কথাঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَجْعَلَ كَنْزَكَ حَيْثُ لاَ يَأْكُلُهُ السُّوْسُ ، وَلاَ تَنَالُهُ اللُّصُوْصُ فَافْعَلْ بِالصَّدَقَةِ

(তাম্বীহুল-গাফিলীন ২৪৭)

অর্থাৎ তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় যে, তুমি তোমার ধন-ভাণ্ডারটুকু এমন এক জায়গায় রাখবে যেখান থেকে কোন পোকা খেয়ে তা কমিয়ে দিবে না এবং কোন চোর উহার নাগাল পাবে না তা হলে তা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করে দাও।

হযরত আবু যর ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

الصَّلاَةُ عِمَادُ الإِسْلاَمِ ، وَ الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ ، وَ الصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيْبٌ ، وَالصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيْبٌ ، وَ الصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيْبٌ

(তাম্বীহুল-গাফিলীন ২৪৩)

অর্থাৎ নামায হচ্ছে ইসলামের খুঁটি। জিহাদ হচ্ছে একটি উন্নত আমল। আর সাদাকা তো একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু। আর সাদাকা তো একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু। আর সাদাকা তো একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু।

হযরত জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ ﵁ বলেনঃ একদা হযরত 'উমর ﵁ আমার হাতে গোস্ত দেখে বললেনঃ হে জাবির! তোমার হাতে এটি কি ? আমি বললামঃ গোস্ত খেতে ইচ্ছে হয়েছিলো তাই একটু খরিদ করলাম। তখন হযরত 'উমর ﵁ বললেনঃ যখনই তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে হয় তখনই তা খরিদ করো ? হে জাবির! তুমি কি নিমোক্ত আয়াতকে ভয় পাও না ?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾

(আ'হ্ক্বাফ : ২০)

অর্থাৎ (কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবেঃ) তোমরা তো পার্থিব জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগ করে শেষ করেছো।

ইয়াহ্য়া বিন্ মু'আয (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ

مَا أَعْرِفُ حَبَّةً تَزِنُ جِبَالَ الدُّنْيَا إِلاَّ الْحَبَّةَ مِنَ الصَّدَقَةِ

(এহ্ইয়া ১/২৬৭)

অর্থাৎ আমি জানি না, দুনিয়াতে এমন কোন দানা আছে যা বিশ্বের সকল পাহাড় সমপরিমাণ ওজন রাখে একমাত্র সাদাকার দানা ছাড়া।

আবু সুলাইমান আদ-দারানী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ যে ব্যক্তি রিযিকের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল তাঁর চরিত্র অবশ্যই ভালো হবে, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল হবেন, আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করতে তিনি কখনো দ্বিধা করবেন না এবং তাঁর নামাযে শয়তানের কুমন্ত্রণা অবশ্যই কমে যাবে।

ফক্বীহ্ আবুল-লাইস আস-সামারকান্দী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ তুমি কম-বেশি যা পারো সাদাকা করো। কারণ, তাতে দশটি ফায়েদা রয়েছে। যার পাঁচটি দুনিয়াতে আর পাঁচটি আখিরাতে। দুনিয়ার পাঁচটি হচ্ছে, তোমার ধন-সম্পদ পবিত্র হবে। তুমি গুনাহ্ থেকে নিস্কৃতি পাবে। তোমার রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুসীবত দূর হয়ে যাবে। গরিবরা খুশি হবে যা সর্বোত্তম ইবাদাত। রিযিক বেড়ে যাবে এবং সম্পদে বরকত আসবে। পরকালের পাঁচটি হচ্ছে, কিয়ামতের দিন রোদ্রের তাপ থেকে ছায়া মিলবে। হিসাব সহজ হবে। নেকের পাল্লা ভারী হবে। পুলসিরাত পার হওয়া যাবে এবং জান্নাতে উচ্চাসন মিলবে।

তিনি আরো বলেনঃ সাদাকার মধ্যে যদি গরীবদের দো'আ ছাড়া আর কোন

ফযীলত নাই থাকতো এরপরও একজন বুদ্ধিমানের কর্তব্য হতো সাদাকা দেয়া ; অথচ সাদাকার মধ্যে এ ছাড়াও রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং শয়তানের অসন্তুষ্টি। তাতে আরো রয়েছে নেককারদের অনুসরণ।

(তাম্বীহুল-গাফিলীন ২৪৭)

হযরত ইমাম শা'বী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ ফকির সাদাকার প্রতি যতটুকু মুখাপেক্ষী কেউ যদি নিজকে সাদাকার সাওয়াবের প্রতি এর চাইতেও বেশি মুখাপেক্ষী মনে না করলো তা হলে তার সাদাকা নিষ্ফল হবে।

হযরত আব্দুল আজীজ বিন্ 'উমাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ নামায তোমাকে অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিবে। রোযা পৌঁছাবে প্রভুর দরোজায়। আর সাদাকা পৌঁছাবে তাঁরই সন্নিকটে।

হযরত 'উবাইদ বিন্ 'উমাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ কিয়ামতের দিন সবাইকে উঠানো হবে অত্যন্ত ক্ষিদা ও পিপাসার্ত অবস্থায়। সুতারাং কেউ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে খাওয়ালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন খাওয়াবেন। কাউকে পান করালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পান করাবেন। কাউকে পরালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পরাবেন।

('হিল্য়াতুল আউলিয়া' ১/১৩৫ স্বিফাতুস-স্বাফওয়াহ্ ১/৪২০)

একদা হাসান বস্বরী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর পাশ দিয়ে জনৈক গোলাম বিক্রেতা যাচ্ছিলো। তার সাথে ছিলো একটি বান্দি। তিনি লোকটিকে বললেনঃ তুমি কি বান্দিটিকে এক দিরহাম বা দু' দিরহাম দিয়ে বিক্রি করবে ? লোকটি বললোঃ না। তখন হাসান বস্বরী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা একটি পয়সা বা একটি নেওলার পরিবর্তে জান্নাতের 'হূর দিয়ে দিবেন। আর তুমি এক দিরহাম বা দু' দিরহামের পরিবর্তে একে বিক্রি করতে রাজি হচ্ছো না।

(এহ্ইয়া' ১/২৬৮)

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ যে কোন বালা-মুসীবত

দূরীকরণে সাদাকার আশ্চর্যজনক এক প্রভাব রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি ফাসিক, যালিম, কাফির যেই হোক না কেন। আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকার কারণে সাদাকাকারীর হরেক রকমের বালা-মুসীবত দূর করে দেন। এটা সবারই জানা এবং বিশ্বের সকলেই এ ব্যাপারটি স্বীকার করেছেন। কারণ, তাঁরা পরীক্ষা করে তা সত্য পেয়েছেন।

সাদাকা সংক্রান্ত কিছু কথাঃ

যে ধনী সাদাকা-খায়রাত করে না সে নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তঃ

হযরত আবু যর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূল ﷺ এর সাক্ষাতে গেলাম। তখন তিনি কা'বা শরীফের ছায়ায় বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে দেখে বললেনঃ

هُمُ الأَخْسَرُوْنَ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ ! هُمُ الأَخْسَرُوْنَ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ ! قُلْتُ: مَا شَأْنِيْ، أَيُرَى فِيَّ شَيْءٌ ، مَا شَأْنِيْ ؟ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَقُوْلُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ ، وَ تَغَشَّانِيْ مَا شَاءَ اللهُ ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِيْ أَنْتَ وَ أُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: الأَكْثَرُوْنَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا ، وَ هَكَذَا ، وَ هَكَذَا ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ، وَ قَلِيْلٌ مَا هُمْ

(বুখারী, হাদীস ৬৬৩৮ মুসলিম, হাদীস ৯৯০)

অর্থাৎ আল্লাহ্'র কসম! ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ্'র কসম! ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত। হযরত আবু যর বলেনঃ আমি মনে মনে বললামঃ রাসূল ﷺ আমার মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু দেখে ফেললেন কি ? হায়! আমার কি হলো। অতঃপর আমি রাসূল ﷺ এর পার্শ্বেই বসলাম ; অথচ তিনি সে কথাই বার বার বলছেন। তখন আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না। আমাকে যেন কোন কিছু ছেয়ে গেছে। আমি বললামঃ কারা ওরা ? হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা আত্মোৎসর্গ হোক! রাসূল ﷺ বললেনঃ তারা হলো ধনী-

সম্পদশালী। তবে ওরা ক্ষতিগ্রস্ত নয় যারা এদিক ওদিক তথা সর্বদিকে সাদাকা-খায়রাত করলো। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সামনে করলো, পেছনে করলো। ডানে করলো, বামে করলো। তথা সর্বদিকে সাদাকা-খায়রাত করলো এবং তাঁরা খুবই কম।

সময় থাকতেই সাদাকা করুনঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُـوْلَ رَبِّ لَـوْلاَ أَخَّرْتَنِيْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

(মুনাফিক্বূন : ১০)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে এখনই ব্যয় করো তোমাদের কারোর মৃত্যু আসার পূর্বেই ; যাতে মৃত্যুর সময় আর বলতে না হয়ঃ হে আমার প্রভু! তুমি যদি আমাকে আরো কিছু কাল সময় দিতে তা হলে আমি বেশি বেশি সাদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীল হয়ে যেতাম।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَ لاَ خُلَّةٌ وَّ لاَ شَفَاعَةٌ ، وَ الْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ২৫৪)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় খরচ করো এমন দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, না কোন বন্ধুত্ত কাজে আসবে, না কারোর সুপারিশ ফায়দা দিবে। কাফিররা তো সত্যিই যালিম।

সময় থাকতেই সাদাকা করুন। কারণ, অচিরেই এমন একটি সময় আসবে। যখন সাদাকা গ্রহণ করার আর কেউই থাকবে না।

হযরত 'হারিসা বিন্ ওয়াহাব ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

تَصَدَّقُوْا ، فَإِنَّهُ يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِيْ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا ، يَقُوْلُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِيْ بِهَا

(বুখারী, হাদীস ১৪১১ মুসলিম, হাদীস ১০১১)

অর্থাৎ তোমরা সময় থাকতে সাদাকা করো। কারণ, অচিরেই এমন একটি সময় আসবে যখন ধনী ব্যক্তি সাদাকা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে ; অথচ সাদাকা নেয়ার মতো তখন সে আর কাউকে খুঁজে পাবে না। কারোর কাছে সাদাকা নিয়ে গেলে সে বলবেঃ গত কাল আসলে তা অবশ্যই গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ আমার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত আবু মূসা আশ্'আরী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ ، وَ يُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَ كَثْرَةِ النِّسَاءِ

(বুখারী, হাদীস ১৪১৪ মুসলিম, হাদীস ১০১২)

অর্থাৎ মানুষের মাঝে এমন একটি সময় আসবে যখন ধনী ব্যক্তি স্বর্ণের সাদাকা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে ; অথচ সাদাকা নেয়ার মতো তখন সে আর কাউকে খুঁজে পাবে না। তখন আরো দেখা যাবে যে, একজন পুরুষের অধীনে রয়েছে চল্লিশ জন মহিলা। যারা সরাসরি তারই আশ্রয় গ্রহণ করছে। কারণ, তখন পুরুষ থাকবে খুবই কম এবং মহিলা থাকবে অনেক বেশি।

ঈমান ও কার্পণ্য আল্লাহ্ তা'আলার কোন বান্দাহ্'র অন্তরে কখনো একত্রিত হতে পারে নাঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَ دُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا ، وَ لاَ يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَ إِيْمَانٌ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا

(নাসায়ী, হাদীস ৩১১২ স'হী'হুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২৬০৬)

অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন বান্দাহ্'র পেটে কখনো একত্রিত হতে পারে না। তেমনিভাবে কার্পণ্য ও ঈমান কোন বান্দাহ্'র অন্তরে কখনো একত্রিত হতে পারে না।

সম্পদের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এমন মুহূর্তে সামান্যটুকু সাদাকা করলেও অনেক বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক সম্পদ সাদাকা করার চাইতেঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْـرًا ؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَ أَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَ تَأْمُلُ الْغِنَى ، وَ لاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَ لِفُلاَنٍ كَذَا ، وَ قَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ

(বুখারী, হাদীস ১৪১৯ মুসলিম, হাদীস ১০৩২)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! কোন্ সাদাকাতে বেশি সাওয়াব? তিনি বললেনঃ তুমি যখন এমতাবস্থায় সাদাকা করবে যে, তুমি তখন সুস্থ, সাদাকা করতে মন চায় না, গরিব হয়ে যাওয়ার ভীষণ ভয় পাচ্ছো এবং আরো বড়ো ধনী হওয়ার তোমার খুবই আশা। তবে সাদাকা করতে দেরি করো না। যাতে এমন অবস্থার সৃষ্টি না হয় যে, তোমার জীবনপ্রাণ বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম ; অথচ তুমি বলছোঃ অমুকের জন্য এতো। আর অমুকের জন্য অতো। যখন সবই অন্যের জন্য। তোমার

জন্য আর কিছুই নেই।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَ كَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ ، أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ تَصَدَّقَ بِهَا ، وَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ دِرْهَمَانِ ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ

(নাসায়ী, হাদীস ২৫২৯, ২৫৩০ স'হী'হুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৮৭৩)

অর্থাৎ একটি দিরহাম কখনো কখনো (সাওয়াবের দিক দিয়ে) এক লক্ষ দিরহামকে অতিক্রম করে যায়। জনৈক ব্যক্তি বললোঃ সেটা আবার কিভাবে হে আল্লাহ্'র রাসূল! তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ জনৈক ব্যক্তির রয়েছে অনেক অনেক সম্পদ। সে তার অনেক সম্পদের এক সাইড থেকে এক লক্ষ দিরহাম সাদাকা করে দিলো। অপর দিকে আরেক জনের শুধুমাত্র দু'টি দিরহামই আছে। সে তার একটিই আল্লাহ্'র পথে সাদাকা করে দিলো।

আপনি নিজে সাদাকা দিতে সুযোগ পাচ্ছেন না ; তাই অন্যকে বলে রাখবেন আপনার পক্ষ থেকে সাদাকা দিতে, তাতে আপনার সাওয়াবের এতটুকুও ঘাটতি হবে নাঃ

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

(বুখারী, হাদীস ১৪১৯ মুসলিম, হাদীস ১০২৪)

অর্থাৎ কোন মহিলা নিজ ঘরের কোন খাদ্য সামগ্রী সাদাকা করলে (যাতে সংসারের কোন ক্ষতি হয় না) সে সাদাকা করার সাওয়াব পাবে। তার স্বামী

উপার্জনের সাওয়াব পাবে এবং সংরক্ষণকারী সংরক্ষণের সাওয়াব পাবে। কেউ কারোর সাওয়াব এতটুকুও কমিয়ে দিবে না।

নিজের কাছে সাদাকা দেয়ার মতো কোন কিছু না থাকলেও অন্যের সাদাকা বন্টনের দায়িত্ব পালন করলে তাতে সাদাকার সাওয়াব পাওয়া যায়ঃ

হযরত আবু মূসা আশ্'আরী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِيْنُ الَّذِيْ يُنْفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِيْ أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ

(বুখারী, হাদীস ১৪৩৮ মুসলিম, হাদীস ১০২৩)

অর্থাৎ কোন আমানতদার অন্যের সম্পদ সংরক্ষণকারী মুসলিম ব্যক্তি যদি তাকে যা দিতে বলা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে যাকে দিতে বলা হয়েছে তাকে দিয়ে দেয় তা হলে তাকেও একজন সাদাকাকারী হিসেবে গণ্য করা হবে।

নিজের কাছে সাদাকা দেয়ার মতো কোন কিছু না থাকলেও অন্যকে সাদাকা দেওয়ার পরামর্শ দিলে তাতে সাদাকার সাওয়াব পাওয়া যায়ঃ

হযরত আবু মূসা আশ্'আরী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا، وَ يَقْضِيْ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ

(বুখারী, হাদীস ১৪৩২)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর নিকট কোন ভিক্ষুক আসলে অথবা তাঁর নিকট কিছু

চাওয়া হলে তিনি বলতেনঃ তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো। সাওয়াব পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যা ইচ্ছে তা ফায়সালা করবেনই।

আত্মীয়-স্বজনকে সাদাকা-খায়রাত করলে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়ঃ

হযরত সাল্মান বিন্ 'আমির ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ ، وَ عَلَى ذِيْ الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ

(স'হী'হুত্ তারগীবি ওয়াত্-তার্হীব, হাদীস ৮৯২)

অর্থাৎ গরিব-দুঃখীকে সাদাকা-খায়রাত করলে শুধু একটি সাওয়াব পাওয়া যায় যা হচ্ছে সাদাকার সাওয়াব। আর আত্মীয়-স্বজনকে সাদাকা-খায়রাত করলে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়ঃ একটি সাদাকার সাওয়াব আর অন্যটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব।

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যে আবার আপনার প্রতি অধিক শত্রুভাবাপন্ন তাকে সাদাকা-খায়রাত করা আরো বেশি সাওয়াবের কাজঃ

হযরত উম্মে কুলসূম বিন্তে 'উক্ববাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِيْ الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

(স'হী'হুত্ তারগীবি ওয়াত্-তার্হীব, হাদীস ৮৯৪)

অর্থাৎ সর্বোত্তম সাদাকা হচ্ছে শত্রুভাবাপন্ন আত্মীয়-স্বজনকে সাদাকা করা।

কোন ব্যক্তি তার কোন আত্মীয়-স্বজন বা মনিবের নিকট কোন কিছু চাইলে সে যদি তাকে তা না দেয় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের একটি বিষধর সাপ নির্ধারিত করবেন যা তাকে লাগাতার দংশন করবেঃ

হযরত জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ বাজালী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ ذِيْ رَحِمٍ يَأْتِيْ ذَا رَحِمه ، فَيَسْأَلُهُ فَضْلاً أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ ، فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَخْرَجَ اللهُ لَهُ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يُقَالُ لَهَا: شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَيُطَوَّقُ بِه

(স'হী'হুত্ তার্গীবি ওয়াত্-তার্হীব, হাদীস ৮৯৬)

অর্থাৎ কোন আত্মীয় তার অন্য আত্মীয়ের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া কোন সম্পদ চাইলে সে যদি তাকে তা দিতে কার্পণ্য করে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম থেকে "শুজা'" নামক একটি সর্প বের করে আনবেন যা তার গলা পেঁচিয়ে ধরে তার মুখ দংশন করবে।

হযরত বাহ্য তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلاَهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ ، فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَــةِ فَضْلُهُ الَّذِيْ مَنَعَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৫১৩৯)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তার মনিবের নিকট এমন কিছু চাইলে যা তার নিকট আছে যদি সে তাকে তা না দেয় তা হলে কিয়ামতের দিন তার এ সম্পদটুকুকে মারাত্মক বিষধর সাপের রূপ নিয়ে তাকে দংশন করার জন্য ডাকা হবে।

এ পর্যন্ত কতো টাকা সাদাকা করেছেন অথবা এখন আপনি কতো টাকা সাদাকা করতে যাচ্ছেন তা হিসেব

রাখা ঠিক নয়ঃ

হযরত আসমা' (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ

(বুখারী, হাদীস ১৪৩৩ মুসলিম, হাদীস ১০২৯)

অর্থাৎ তুমি হিসেব করে সাদাকা দিও না। তা হলে আল্লাহ্ তা'আলাও তোমাকে হিসেব করে সাওয়াব দিবেন।

যা পারুন সাদাকা করুন ; টাকা-পয়সা সর্বদা পকেটে পুরিয়ে রাখবেন নাঃ

হযরত আসমা' (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكِ ، ارْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ

(বুখারী, হাদীস ১৪৩৪ মুসলিম, হাদীস ১০২৯)

অর্থাৎ টাকা-পয়সা ধরে রেখো না তা হলে আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর নিয়ামত সমূহ ধরে রাখবেন। যা পারো দান করতে থাকো।

সাদাকা-খায়রাত শরীয়ত সম্মত একটি ঈর্ষণীয় বিষয়ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِيْ اثْنَتَيْنِ : رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِه فِيْ الْحَــقِّ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا

(বুখারী, হাদীস ১৪০৯)

অর্থাৎ শুধুমাত্র দু'টি বিষয়েই শরীয়ত সম্মতভাবে কারোর সাথে ঈর্ষা করা

যায়ঃ তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা সঠিক খাতে ব্যয় করছে তথা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে শরীয়তের প্রচুর জ্ঞান দিয়েছেন এবং সে তারই আলোকে মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করছে ও মানুষকে তা শিক্ষা দিচ্ছে।

সাদাকা লুক্কায়িতভাবে এবং ডান হাতে দিতে হয়ঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّه يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَدْلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِيْ الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

(বুখারী, হাদীস ১৪২৩)

অর্থাৎ সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন আর্শের নিচে ছায়া দিবেন যে দিন আর কোন ছায়া থাকবে না। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে এমন রাষ্ট্রপতি যিনি সর্বদা ইন্সাফের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন যুবক যে ছোট থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতের উপর বেড়ে উঠেছে। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথেই লাগানো। চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে এমন দু' ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই একে অপরকে ভালোবেসেছে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তারা পরস্পর একত্রিত হয় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। পঞ্চম শ্রেণী হচ্ছে এমন পুরুষ যাকে কোন প্রভাবশালী সুন্দরী মহিলা

ব্যভিচারের জন্য ডাকছে ; অথচ সে বলছেঃ আমি তা করতে পারবো না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পাচ্ছি। ষষ্ঠ শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে এরূপ লুক্কায়িতভাবে সাদাকা করেছে যে, তার বাম হাত জানছে না তার ডান কি সাদাকা করছে। সপ্তম শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে একাকীভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করে দু' চোখের পানি প্রবাহিত করছে।

কোন কিছু আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করতে মনে চাইলেই সাথে সাথে তা সাদাকা করুন ; তাতে এতটুকুও দেরি করবেন নাঃ

হযরত 'উক্ববাহ্ বিন্ 'হারিস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে আসরের নামায পড়েই ঘর অভিমুখে খুব দ্রুত রওয়ানা করলেন। ঘরে ঢুকেই একটু পর আবার বেরিয়ে আসলেন। আমি রাসূল ﷺ কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

كُنْتُ خَلَّفْتُ فِيْ الْبَيْتِ تِبْرًا مِّنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ

(বুখারী, হাদীস ১৪৩০)

অর্থাৎ আমি সাদাকা দেয়ার জন্য কিছু স্বর্ণ বা রুপার টুকরো ঘরে রেখে এসেছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম না যে, একটি রাতও এগুলো আমার নিকট থাকুক। তাই আমি সেগুলো গরিবদের মাঝে বন্টন করে দিলাম।

সাদাকাকারী ও কৃপণের একটি সুন্দর দৃষ্টান্তঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَ الْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَـى تَرَاقِيْهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَ تَعْفُـوَ

أَثَرَهُ، وَ أَمَّا الْبَخِيْلُ فَلاَ يُرِيْدُ أَنْ يُّنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَـــا فَهُـــوَ يُوَسِّعُهَا وَ لاَ تَتَّسِعُ

(বুখারী, হাদীস ১৪৪৩ মুসলিম, হাদীস ১০২১)

অর্থাৎ কৃপণ ও দানশীলের দৃষ্টান্ত এমন দু' ব্যক্তির ন্যায় যাদের গায়ে রয়েছে দু'টি লৌহ বর্ম। যা বুক থেকে গলা পর্যন্ত ভালোভাবে জড়ানো। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করে তখন তার বর্মটি অত্যন্ত প্রশস্ত হয়ে তার পুরো শরীর ঢেকে ফেলে। এমনকি তা তার আঙ্গুলাগ্র ঢেকে তার পায়ের দাগও মুছে ফেলে। অন্য দিকে কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে চায় তখন তার বর্মের প্রতিটি কড়া নিজ নিজ জায়গায় গেঁথে যায়। অতঃপর সে বর্মটি প্রশস্ত করতে চায়। কিন্তু তা আর প্রশস্ত হয় না।

প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য, নিজের পক্ষ থেকে কিছু না কিছু সাদাকা করা তা যেভাবেই হোক না কেন ; তবে সাদাকা দেয়ার মতো তার কাছে কোন কিছু না থাকলে সে যেন কোন না কোন ভালো কাজ করে দেয় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবেঃ

হযরত আবু যর গিফারী ﷛ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা কিছু সংখ্যক গরিব সাহাবা রাসূল ﷺ কে বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! সম্পদশালীরা তো সব সাওয়াব নিয়ে গেলো। তারা নামায পড়ে যেমনিভাবে আমরা পড়ছি। তারা রোযা রাখে যেমনিভাবে আমরা রাখছি। তারা তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সকল সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করছে। যা আমরা করতে পারছি না। রাসূল ﷺ বললেনঃ

أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُوْنَ : إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَـــدَقَةً ، وَ كُـــلُّ

تَكْبِيْرَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَة صَدَقَةٌ ، وَ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوْف صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيَأْتِيْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَ يَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِيْ الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

(মুসলিম, হাদীস ১০০৬)

অর্থাৎ তোমাদের জন্য কি আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকা দেয়ার মতো কিছুই রাখেননি? অবশ্যই রেখেছেন। প্রতিবার সুব্'হানাল্লাহ্, আল্লাহু আক্বার, আল্'হাম্দুলিল্লাহ্ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বললে এক একটি করে সাদাকার সাওয়াব মিলবে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের মধ্যেও সাদাকার সাওয়াব রয়েছে। তেমনিভাবে স্ত্রী সহবাসেও সাদাকার সাওয়াব রয়েছে। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! এটা কিভাবে হয় যে, আমরা যৌন তৃপ্তি অর্জন করবো। আর তাতে সাওয়াবও রয়েছে? রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ তোমরা বলো তো দেখি, যদি কেউ ব্যভিচার করে তা হলে তার কি গুনাহ্ হবে না? অতএব সে যদি তা না করে হালালভাবে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তা হলে তার অবশ্যই সাওয়াব হবে।

হযরত আবু বুর্দাহ্ رضي الله عنه তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ، فَقَالُوْا: يَا نَبِيَّ اللهِ! فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِه فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَ يَتَصَدَّقُ ، قَالُوْا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: يُعِيْنَ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ ، قَالُوْا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

(বুখারী, হাদীস ১৪৪৫ মুসলিম, হাদীস ১০০৮)

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানকেই নিজ পক্ষ থেকে সাদাকা দিতে হবে। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র নবী! যদি কেউ সাদাকা দেয়ার মতো কিছু

না পায় ? রাসূল ﷺ বললেনঃ সে নিজ হাতে কাজ করে নিজকে লাভবান করবে এবং সাদাকা দিবে। সাহাবাগণ বললেনঃ যদি সে তাও করতে না পারে ? রাসূল ﷺ বললেনঃ তখন সে এক জন দুর্দশাগ্রস্ত গরিবকে সহযোগিতা করবে। সাহাবাগণ বললেনঃ যদি সে তাও করতে না পারে ? রাসূল ﷺ বললেনঃ তখন সে ভালো কাজ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। সেটাও তার জন্য সাদাকা হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ ، تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَ تُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّته فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَ كُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَتُمِيْطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ

(মুসলিম, হাদীস ১০০৯)

অর্থাৎ মানব শরীরের প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য প্রত্যেক দিন একটি করে সাদাকা দিতে হবে। দু' জনের মাঝে ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা করে দিবে তাতেও সাদাকার সাওয়াব। কোন মানুষ অথবা তার আসবাবপত্র তার আরোহণে উঠিয়ে দিতে সহযোগিতা করবে তাতেও সাদাকার সাওয়াব। ভালো কথা তথা কুর'আন-হাদীসের কথা কাউকে শুনাবে তাতেও সাদাকার সাওয়াব। নামায পড়ার জন্য মসজিদ অভিমুখে কদম ফেলবে তাতেও সাদাকার সাওয়াব। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলবে তাতেও সাদাকার সাওয়াব।

কেউ সাদাকা করলে তার জন্য দো'আ করতে হয়ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ আবু আওফা (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ এর নিকট কেউ সাদাকা নিয়ে আসলে তিনি বলতেনঃ হে আল্লাহ্ আপনি অমুক বংশের উপর রহ্মত বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী বলেনঃ

একদা আমার পিতা তাঁর নিকট সাদাকা নিয়ে আসলে তিনি বলেনঃ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِيْ أَوْفَى

(বুখারী, হাদীস ১৪৯৭ মুসলিম, হাদীস ১০৭৮ আবু দাউদ, হাদীস ১৫৯০)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আপনি আবু আওফার বংশের উপর রহ্মত বর্ষণ করুন।

কেউ আপনার নিকট সাদাকা নিতে আসলে আপনি তাকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবেনঃ

হযরত জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা কিছু গ্রাম্য লোক রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! কিছু সংখ্যক সাদাকা উসুলকারী আমাদের উপর যুলুম করছে। তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে বলেনঃ তোমরা সাদাকা উসুলকারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! যদিও তারা আমাদের উপর যুলুম করে তারপরও আমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবো? রাসূল ﷺ বললেনঃ

أَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ وَ فِيْ رِوَايَةٍ : وَ إِنْ ظُلِمْتُمْ

(মুসলিম, হাদীস ৯৮৯ আবু দাউদ, হাদীস ১৫৮৯)

অর্থাৎ তোমরা সাদাকা উসুলকারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যদিও তোমাদের উপর যুলুম করা হয়।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَ هُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ

(মুসলিম, হাদীস ৯৮৯)

অর্থাৎ যখন তোমাদের নিকট কোন সাদাকা উসুলকারী আসে তখন সে যেন তোমাদের কাছ থেকে সন্তুষ্ট চিত্তেই বিদায় নেয়।

হযরত জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ রাসূল ﷺ এর উক্ত হাদীস শুনার পর কোন সাদাকা উসুলকারী আমার উপর সন্তুষ্ট না হয়ে বিদায় নেয়নি।

যারা দুনিয়াতে অঢেল সম্পদের মালিক তারা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত গরিব হবেন যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে বিপুলভাবে সাদাকা-খায়রাত করেনঃ

হযরত আবু যর ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْمُقِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيْهِ يَمِيْنَهُ وَشِمَالَهُ ، وَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ وَرَاءَهُ ، وَ عَمِلَ فِيْهِ خَيْرًا

(মুসলিম, হাদীস ৯৪)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই দুনিয়ার বড়ো ধনীরা কিয়ামতের দিন বড়ো গরিব হবে। তবে সে ব্যক্তি গরিব হবে না যাকে আল্লাহ্ তা'আলা অঢেল সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা আল্লাহ্ তা'আলার পথে ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে তথা সর্বদিকেই সাদাকা করেছে। উপরন্তু সর্বদা সে তাঁর সম্পদগুলো কল্যাণকর কাজেই খরচ করেছে।

একমাত্র হালাল, পবিত্র এবং উত্তম বস্তুই আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করতে হয়ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ، وَ لاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ، وَ اعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ২৬৭)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছো এবং যা আমি তোমাদের জন্য জমিন থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে শুধু পবিত্র ও উন্নত বস্তুই আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করো। কোন অপবিত্র বা অনুন্নত বস্তু তাঁর পথে সাদাকা করো না যা তোমরা নিজেও গ্রহণ করবে না চোখ বন্ধ করা

ছাড়া। জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা (এ জাতীয় সাদাকা থেকে) অমুখাপেক্ষী এবং সুপ্রশংসিত।

হযরত বারা' বিন্ 'আযিব ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ উক্ত আয়াত আন্সারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা খেজুর কাটার সময় হলে কাঁচা-পাকা খেজুরের থোকা সমূহ মসজিদে নববীর দু' পিলারের মাঝখানে রশি টাঙ্গিয়ে তাতে ঝুলিয়ে রাখতেন। এতে করে গরিব মুহাজিরগণ তা থেকে কিছু খেজুর আহার করে খাদ্যের কাজ সেরে নিতেন। একদা জনৈক আন্সারী সাহাবী নিম্ন মানের একটি খেজুর থোকা সে রশিতে টাঙ্গিয়ে রাখলেন। তখনই উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৮৪৯)

হারাম বস্তু সাদাকা করলে কোন সাওয়াব পাওয়া যায় নাঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ، وَ مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ ، وَ كَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

(স'হী'হুত্ তারগীবি ওয়াত্-তারহীব, হাদীস ৭৫২, ৮৮০)

অর্থাৎ যখন তুমি সম্পদের যাকাত দিলে তখনই তোমার দায়িত্ব আদায় হলো। যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ সঞ্চয় করে তা থেকে সাদাকা দেয় তাতে তার কোন সাওয়াবই হয় না। বরং তার উপর পূর্বের হারাম সম্পদ সঞ্চয়ের গুনাহ্'র বোঝা অবিকলই থেকে যায়।

সাদাকা করলে মানুষ গরিব হয়ে যায় এ কথা একমাত্র শয়তানেরই প্রবঞ্চনাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ، وَ اللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ، وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ২৬৮)

অর্থাৎ শয়তান তো তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। এ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা ও দয়ার ওয়াদা দিচ্ছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন বিপুল দাতা ও সর্বজ্ঞ।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৮৮ তিরমিযী, হাদীস ২০২৯)

অর্থাৎ সাদাকা-খায়রাত ধন-সম্পদ কমিয়ে দেয় না।

কোন জায়গায় সাদাকার আলোচনা চললে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সাদাকা করবে সে তৎপরবর্তী সকল সাদাকার সাওয়াব একাই পাবেঃ

হযরত জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা এক দুপুর বেলায় আমরা রাসূল ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম এমতাবস্থায় অর্ধ উলঙ্গ, পায়ে জুতোবিহীন, তলোয়ার কাঁধে ঝুলানো, সাদা-কালো ডোরা বিশিষ্ট চাদর পরা কিছু লোক রাসূল ﷺ এর সম্মুখে উপস্থিত হলো। তাদের অধিকাংশ বা সবাই মুযার গোত্রের। তাদের দুরবস্থা দেখে রাসূল ﷺ এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তিনি ঘরে ঢুকলেন আবার বেরুলেন। অতঃপর হযরত বিলাল ﷺ কে আদেশ করলে তিনি আযান ও ইকামত দেন। রাসূল ﷺ নামায আদায় করে বক্তব্য দিতে শুরু করেন।

তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে মানব সকল! তোমরা নিজ

প্রভুকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই থেকে সৃষ্টি করেন তাঁর সহধর্মিণীকে। তাঁদের উভয় থেকে আরো সৃষ্টি করেন বহু নর-নারী। যারা পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট কিছু চাও এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী। নিসা' : ১

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং প্রত্যেকেরই এ কথা ভাবা আবশ্যক যে, সে আগামীকাল তথা কিয়ামতের দিনের জন্য কি তৈরি করেছে। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত। হাশ্‌র : ১৮

রাসূল ﷺ বলেনঃ প্রত্যেকেই যেন দীনার, দিরহাম, কাপড়, গম, খেজুর এমনকি একটি খেজুরের একাংশ হলেও সাদাকা করে। এ কথা শুনে জনৈক আন্‌সারী বড়ো এক থলে খেজুর নিয়ে আসলো। যা সে অনেক কষ্ট করেই বহন করছিলো। এরপর আরো অনেকেই অনেক কিছু নিয়ে আসলো। এমনকি দেখতে দেখতে খাদ্য ও কাপড়ের দু'টি স্তূপ জমে গেলো। তা দেখে রাসূল ﷺ এর চেহারা স্বর্ণের মতো জ্বল জ্বল করছিলো। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেনঃ

مَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ ، وَ مَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

(মুসলিম, হাদীস ১০১৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সমাজে ইসলামের কোন একটি ভালো কাজ চালু করলো যা ইতিপূর্বে ওই সমাজে চালু ছিলো না তা হলে তার আমলনামায় সে

ভালো কাজটির সাওয়াব লেখা হবে এবং আরো লেখা হবে ওই সকল আমলের সাওয়াবও যা তার পরবর্তীতে তারই অনুকরণে করা হয়েছে। তবে ওদের সাওয়াব এতটুকুও কম করা হবে না। ঠিক এরই বিপরীতে যে ব্যক্তি কোন সমাজে ইসলামের কোন একটি খারাপ কাজ চালু করলো যা ইতিপূর্বে ওই সমাজে চালু ছিলো না তা হলে তার আমলনামায় সে খারাপ কাজটির গুনাহ্ লেখা হবে এবং আরো লেখা হবে ওই সকল আমলের গুনাহ্ও যা তার পরবর্তীতে তারই অনুকরণে করা হয়েছে। তবে ওদের গুনাহ্ এতটুকুও কম করা হবে না।

সাদাকাকারীদেরকে তিরস্কার করা মুনাফিকের আলামতঃ

হযরত আবু মাস্'উদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমাদেরকে সাদাকা করার আদেশ করা হলে আমরা তা করতে উঠে-পড়ে লেগে যাই। তখন আবু 'আক্বীল নামক জনৈক সাহাবী অর্ধ সা' তথা দেড়-দু' কিলো পরিমাণ সাদাকা করলো। আর অন্য জন সাদাকা করলো আরো অনেক বেশি। তখন মুনাফিকরা বলতে শুরু করলোঃ আল্লাহ্ তা'আলা এর এ সামান্যটুকুর মুখাপেক্ষী নন। আর ওই ব্যক্তি তো এতো বেশি সাদাকা করলো অন্যকে দেখানোর জন্য। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেনঃ

﴿ الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الصَّدَقَاتِ وَ الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ، سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾

(তাওবাহ্ : ৭৯)

অর্থাৎ যারা সাদাকাকারী মু'মিনদেরকে সাদাকার ব্যাপারে তিরস্কার করে বিশেষ করে যাদের নিকট এতটুকুই সম্বল আছে এবং সে তা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করেছে এরপরও তাদেরকে নিয়ে যারা ঠাট্টা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

কোন জিনিস অতি সামান্য হলেও তা সাদাকা করতে অবহেলা করবেন নাঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ প্রায়ই বলতেনঃ

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَ لَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

(বুখারী, হাদীস ৬০১৭ মুসলিম, হাদীস ১০৩০)

অর্থাৎ হে মুসলিম মহিলারা! কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে কোন কিছু তা যদিও অতি সামান্য হয় তুচ্ছ মনে করে দেয়া থেকে বিরত থাকবে না এমনকি তা ছাগলের খুরই বা হোক না কেন।

হযরত উম্মে বুজাইদ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূল ﷺ কে বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! অনেক সময় গরিব লোক এসে আমার দরোজায় ধন্না দেয় ; অথচ আমার কাছে তখন দেয়ার মতো কিছুই থাকে না। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

إِنْ لَمْ تَجِدِيْ إِلاَّ ظِلْفًا مُحَرَّقًا فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِيْ يَدِهِ ، وَ فِيْ رِوَايَــةٍ: لاَ تَــرُدِّيْ سَائِلَكِ وَ لَوْ بِظِلْفٍ

(তিরমিযী, হাদীস ৬৬৫ স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তার্হীব, হাদীস ৮৮৪ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৬৭)

অর্থাৎ যদি তুমি ছাগলের একটি পোড়া খুরও পাও তাই তুমি তার হাতে তুলে দিবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দিবে না। একটি খুর দিয়ে হলেও তাকে বিদায় দিবে।

যে ব্যক্তি অত্যন্ত গরিব ; অথচ সে এতদ্সত্ত্বেও কারোর কাছে কোন কিছু চায় না তাকেই সাদাকা করা উচিৎঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ ، فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، وَ التَّمْرَةُ وَ التَّمْرَتَانِ ، قَالُوْا: فَمَا الْمِسْكِيْنُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: الَّذِيْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَ لاَ يُفْطَنُ لَهُ ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

(মুসলিম, হাদীস ১০৩৯)

অর্থাৎ সত্যিকারের গরিব সে নয় যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। অতঃপর এক-দু' গ্রাস অথবা এক-দু'টা খেজুর পেলে সে চলে যায়। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! তা হলে সত্যিকারের গরিব কে? তিনি বললেনঃ সত্যিকারের গরিব সে ব্যক্তি যে ধনী নয় ঠিকই। তবে তাকে দেখলে তা সহজেই বুঝা যায় না। যার দরুন কেউ তাকে সাদাকা দেয় না এবং সেও কারোর কাছে কিছু চায় না।

মুত্তাকি ব্যক্তিকে সাদাকা দেয়া অনেক ভালো ; তবে কেউ যদি অভাবে পড়ে ঈমান হারানোর ভয় থাকে তা হলে তাকেও সাদাকা করা প্রয়োজনঃ

হযরত সা'দ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ কিছু সংখ্যক লোককে সাদাকা দিলেন। যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তবে তিনি তাদের মধ্যকার একজনকে কিছুই দেননি ; অথচ তাকে আমার খুবই ভালো লেগেছিলো। তখন আমি রাসূল ﷺ কে চুপে চুপে বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি একে কিছুই দেননি কেন? আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছি, আমি তো তাকে মু'মিনই মনে করছি। তিনি বললেনঃ না কি তুমি তাকে মুসলমানই মনে করছো। তখন আমি একটুখানি চুপ করে গেলাম। কিন্তু আমার মন তো আর চুপ থাকতে দেয়নি। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি একে

কিছুই দেননি কেন? আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছি, আমি তো তাকে মু'মিনই মনে করছি। তিনি বললেনঃ না কি তুমি তাকে মুসলমানই মনে করছো। তখন আমি একটুখানি চুপ করে গেলাম। কিন্তু আমার মন তো আর চুপ থাকতে দেয়নি। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি একে কিছুই দেননি কেন? আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছি, আমি তো তাকে মু'মিনই মনে করছি। তিনি বললেনঃ না কি তুমি তাকে মুসলমানই মনে করছো। অতঃপর তিনি বলেনঃ

إِنِّيْ لأُعْطِيْ الرَّجُلَ وَ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِيْ النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ

(মুসলিম, হাদীস ১০৩৯)

অর্থাৎ আমি কাউকে কোন কিছু দিয়ে থাকি ; অথচ অন্য জনই আমার কাছে অধিক প্রিয় তার চাইতে। তা এ কারণেই যে, আমি তার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি তাকে বঞ্চিত করলে সে ঈমান হারা হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

কৃপণতা সমূহ ধ্বংসের মূলঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ একদা খুতবা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেনঃ

إِيَّاكُمْ وَ الشُّحَّ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا ، وَ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا ، وَ أَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৯৮)

অর্থাৎ তোমরা কার্পণ্যের মানসিকতা পরিহার করো। কারণ, তা কৃপণতার আদেশ করে তখন মানুষ কৃপণ হয়ে যায়। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে বলে তখন মানুষ তা ছিন্ন করে। গুনাহ্ করতে আদেশ করে তখন মানুষ গুনাহ্ করে বসে।

কোন দুধেল পশু অথবা যা থেকে সাদাকা গ্রহণকারী সর্বদা বা সুদীর্ঘ কাল লাভবান হতে পারে এমন বস্তু সাদাকা করা বা ধার দেয়া অত্যধিক সাওয়াবের কাজঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُوْ بِعُسٍّ ، وَ تَرُوْحُ بِعُسٍّ ، إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيْمٌ

(মুসলিম, হাদীস ১০১৯)

অর্থাৎ এমন কোন পুরুষ আছে কি ? যে কোন পরিবারকে এমন একটি দুধেল উষ্ট্রী ধার দিবে যা সকালে এক বাটি দুধ দিবে এবং বিকালেও আরেক বাটি। এর সাওয়াব অনেক বেশি।

কোন মৃত ব্যক্তির জন্য সাদাকা করলে তা অবশ্যই তার আমলনামায় পৌঁছেঃ

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলোঃ

يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أُمِّيْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَ لَمْ تُوْصِ ، وَ أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ

(মুসলিম, হাদীস ১০০৪)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমার মা মৃত্যু বরণ করেছেন ; অথচ তিনি অসিয়ত করার কোন সুযোগই পাননি। আমার মনে হয়, তিনি কথা বলতে পারলে অবশ্যই সাদাকা করতেন। অতএব আমি তাঁর পক্ষ থেকে কোন কিছু সাদাকা করলে এতে তাঁর কোন সাওয়াব হবে কি? রাসূল ﷺ বললেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই।

নিজ স্ত্রী-সন্তানের প্রয়োজনীয় খরচ চালানোর মধ্যেও সাদাকার সাওয়াব রয়েছেঃ

হযরত আবু মাস্‌'উদ্‌ বাদ্‌রী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِه نَفَقَةً وَ هُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

(মুসলিম, হাদীস ১০০২)

অর্থাৎ কোন মুসলমান যদি সাওয়াবের নিয়্যাতে তার পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচাদি চালিয়ে যায় তাতেও তার সাদাকার সাওয়াব রয়েছে।

হযরত উম্মে সালামাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলামঃ হে আল্লাহ্‌'র রাসূল ﷺ! আমি তো আবু সালামাহ্‌'র সন্তানগুলোকে এমন অবহেলায় ছেড়ে দিতে পারি না। কারণ, তারা তো আমারও সন্তান। অতএব আমি তাদের খরচাদি চালিয়ে গেলে তাতে আমার কোন সাওয়াব হবে কি? রাসূল ﷺ বললেনঃ

نَعَمْ ، لَكِ فِيْهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

(মুসলিম, হাদীস ১০০১)

অর্থাৎ হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য যাই খরচ করবে তাতে সাদাকার সাওয়াব পাবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ ، وَ دِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِه عَلَى مِسْكِيْنٍ ، وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

(মুসলিম, হাদীস ৯৯৫)

অর্থাৎ যে (দীনার) টাকাটি তুমি আল্লাহ্‌ তা'আলার পথে খরচ করলে এবং যে

(দীনার) টাকাটি তুমি গোলাম-বান্দির উপর খরচ করলে এবং যে (দীনার) টাকাটি তুমি কোন দরিদ্রকে সাদাকা হিসেবে দিলে এবং যে (দীনার) টাকাটি তুমি নিজ পরিবারের জন্য খরচ করলে তার মধ্যে সব চাইতে বেশি সাওয়াবের হচ্ছে সে (দীনার) টাকাটি যা তুমি নিজ পরিবারের জন্য খরচ করলে।

কাউকে কোন কিছু ঋণ দেয়া মানে তাকে তা সাদাকা করাঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ

(স'হী'হুত্-তারগীবি ওয়াত্-তারহীব, হাদীস ৮৯৯)

অর্থাৎ প্রতিটি ঋণই সাদাকা।

হযরত বুরাইদাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ؛ فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ

(স'হী'হুত্-তারগীবি ওয়াত্-তারহীব, হাদীস ৯০৭)

অর্থাৎ কেউ যদি কোন দরিদ্র ঋণগ্রহীতাকে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কিছু সময় দেয় তা হলে সে প্রতিদিন ততটুকু অর্থ একটিবার সাদাকা করার সাওয়াব পাবে যতক্ষণ না ঋণ আদায়ের সে নির্ধারিত দিন এসে যায়। উক্ত নির্ধারিত দিন এসে যাওয়ার পর আবারো যদি সে তাকে দ্বিতীয়বারের মতো আরো কিছু সময় বাড়িয়ে দেয় তা হলে সে প্রতিদিন ততটুকু অর্থ দু' বার সাদাকা করার সাওয়াব পাবে।

হযরত আবু উমামাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ

করেনঃ

دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ ، فَرَأَى مَكْتُوْبًا عَلَى بَابِهَا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ

(স'হীহুত্-তারগীবি ওয়াত্-তারহীব, হাদীস ৮৯৯)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর দেখতে পায় জান্নাতের গেটে লেখা, সাদাকায় দশ গুণ সাওয়াব এবং ঋণে আঠারো গুণ।

যার খাদ্য নেই আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছে করলেই তাকে খাদ্য দিতে পারেন তা হলে আমরা কেন তাকে খাদ্য দেবো এ চিন্তা কাফিরদেরই চিন্তাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ، قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآءُ اللهُ أَطْعَمَهُ ، إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ ﴾

(ইয়াসীন : ৪৭)

অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে দান করো তখন কাফিররা মু'মিনদেরকে বলেঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছে করলেই তো তাদেরকে খাওয়াতে পারেন। অতএব আমরা কেন তাদেরকে খাওয়াতে যাবো? তোমরা তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই রয়েছো।

সময় থাকতেই সাদাকা-খায়রাত করুন ; যাতে মৃত্যুর সময় আপসোস করে বলতে না হয়, আহ্! আর একটু সময় পেলে তো সবগুলো সম্পদ সাদাকা করে ফেলতামঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِيْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

(মুনাফিক্বূন : ১০)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে এখনই ব্যয় করো তোমাদের কারোর মৃত্যু আসার পূর্বেই ; যাতে মৃত্যুর সময় আর বলতে না হয়ঃ হে আমার প্রভু! তুমি যদি আমাকে আরো কিছু কাল সময় দিতে তা হলে আমি বেশি বেশি সাদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীল হয়ে যেতাম।

যারা কুর'আন-হাদীস ও মাদ্রাসা-মক্তব নিয়ে ব্যস্ত তাদেরকে যারা সাদাকা দিতে নিষেধ করে তারা মুনাফিকঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا ، وَ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ ، وَ لَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَفْقَهُوْنَ ﴾

(মুনাফিক্বূন : ৭)

অর্থাৎ তারাই (মুনাফিকরাই) বলেঃ যারা রাসুল ﷺ এর আশেপাশে থাকে তথা তাঁর থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করে তাদেরকে সাদাকা দিও না তা হলে তারা তাঁর নিকট থেকে চলে যাবে তথা কুর'আন-হাদীসের শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে ; অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সকল ধন-ভাণ্ডারের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।

কৃপণতা একমাত্র মুনাফিকেরই পরিচয় এবং তারাই অন্যদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত

করতে নিষেধ করেঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ الْمُنَافِقُوْنَ وَ الْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ، يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَـــنِ الْمَعْرُوْفِ وَ يَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ ، نَسُوْا اللهَ فَنَسِيَهُمْ ، إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ﴾

(তাওবাহ্ : ৬৭)

অর্থাৎ মুনাফিক পুরুষ ও মহিলারা সবাই একই রকম। তারা অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎ কাজে বাধা প্রদান করে। নিজেদের হাত সমূহ সাদাকা-খায়রাত থেকে গুটিয়ে নেয়। তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গিয়েছে। সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা অতি অবাধ্য।

যারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ মর্মে দো'আ করছে যে, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে যথেষ্ট সম্পদ দিলে আপনার পথে তা অবশ্যই ব্যয় করবো ; অথচ সম্পদ পেলে আর তাঁর পথে কিছুই ব্যয় করে না তারা খাঁটি মুনাফিকঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِه لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ، فَلَمَّآ آتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِه بَخِلُوْا بِه وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِــيْ قُلُوْبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُوْا اللهَ مَا وَعَدُوْهُ وَ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴾

(তাওবাহ্ : ৭৫-৭৭)

অর্থাৎ তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে এমন কতিপয় লোকও রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে প্রচুর সম্পদ দান করেন তা হলে আমরা তাঁর পথে খুব দান-সাদাকা করবো এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। কার্যতঃ

যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রচুর সম্পদ দান করলেন তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগলো এবং তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। আর তারা তো মুখ ফিরিয়ে নিতেই অভ্যস্ত। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তর সমূহে মুনাফিকি অবতীর্ণ করলেন যা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ তথা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। আর তা এ কারণেই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং সর্বদা মিথ্যা কথা বলছে।

সাদাকা দিতে গিয়ে হঠকারিতা দেখানো অথবা আক্রমণাত্মক আচরণ করা সাদাকা না দেয়ারই শামিলঃ

হযরত আনাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمُعْتَدِيْ الْمُتَعَدِّيْ فِيْ الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ১৫৮৫ তিরমিযী, হাদীস ৬৪৬)

অর্থাৎ সাদাকার ব্যাপারে হঠকারী ও আক্রমণাত্মক আচরণকারী যেন সাদাকাই দেয়নি।

সাধারণত নিজের সচ্ছলতা বজায় রেখেই সাদাকা করা অধিক শ্রেয়ঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى ، أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৬)

অর্থাৎ সর্বোত্তম সাদাকা হচ্ছে তা যার পরও সচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে অথবা সচ্ছলতা বজায় রেখেই যা সাদাকা করা হয়। তবে ব্যয় সর্বপ্রথম নিজ অধীনস্থ

থেকেই শুরু করতে হবে যাদের ব্যয়ভার তুমিই বহন করছো।

হযরত আবু উমামাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ ، وَ أَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَـــكَ ، وَ لاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ

(মুসলিম, হাদীস ১০৩৬)

অর্থাৎ হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার নিতান্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত সকল ধন-সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার পথে খরচ করে দাও তা হলে তা হবে তোমার জন্য সর্বোত্তম কাজ। আর যদি তা আল্লাহ্ তা'আলার পথে খরচ না করে নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখো তা হবে তোমার জন্য সর্বনিকৃষ্ট কাজ। তবে তুমি তোমার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে সাদাকা না করলে তাতে তুমি নিন্দনীয় নও।

তবে কারোর ঈমান সবল হলে তার সামান্য আয় থেকেও কিছু সাদাকা করা তার জন্য অনেক ভালোঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! কোন্ সাদাকা বেশি ভালো? তখন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

جُهْدُ الْمُقِلِّ ، وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৭)

অর্থাৎ ভালো সাদাকা হচ্ছে গরীবের সাদাকা। তবে ব্যয় সর্বপ্রথম নিজ অধীনস্থ থেকেই শুরু করতে হবে যাদের ব্যয়ভার তুমিই বহন করছো।

হযরত 'উমর বিন্ খাত্তাব ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করতে আদেশ করেন। সে সময় আমার নিকট প্রচুর সম্পদও ছিলো। তখন আমি মনে মনে বললামঃ আজ

আমি বেশি সাদাকা করে আবু বকরকে হারিয়ে দিতে চাইলে হারিয়ে দিতে পারবো। তাই আমি আমার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে আসলাম। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قُلْتُ مِثْلَهُ ، قَالَ: وَ أَتَى أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ ، قُلْتُ : لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৮)

অর্থাৎ তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে আসলে? আমি বললামঃ এর সমপরিমাণ রেখে আসলাম। হযরত ‘উমর বলেনঃ অতঃপর আবু বকর ﵁ তাঁর সবটুকু সম্পদই নিয়ে আসলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে বললেনঃ তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে আসলে? আবু বকর ﵁ বললেনঃ আমি আমার পরিবারের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ কে রেখে আসলাম। তখন আমি মনে মনে বললামঃ আজ থেকে আর কোন ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যাবো না।

যা সাদাকা-খায়রাত করা হয় তাই আসল সম্পদঃ

হযরত ‘আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা একটি ছাগল যবাই করা হলে রাসূল ﷺ বলেনঃ

مَا بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُهَا ، قَالَ: بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا

(তিরমিযী, হাদীস ২৪৭০)

অর্থাৎ ছাগলের আর কতটুকু বাকি আছে? হযরত ‘আয়িশা বললেনঃ শুধু সামনের রানটিই বাকি আছে। আর অন্য সবগুলো সাদাকা করা হয়েছে। তখন রাসূল ﷺ বলেনঃ আরে শুধু রানটি ছাড়াই তো আর সব কিছুই বাকি আছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‘ঊদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ

ইরশাদ করেনঃ

أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِه أَحبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِه ؟ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ الله! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَ مَالُ وَارِثِه مَا أَخَّرَ

(বুখারী, হাদীস ৬৪৪২)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার ওয়ারিশের সম্পদ তার নিকট অধিক প্রিয় তার সম্পদের চাইতেও? সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমাদের সবার নিকটই তো তার নিজের সম্পদই বেশি পছন্দনীয়। তখন রাসূল ﷺ বলেনঃ আরে তার সম্পদ তো শুধু তাইই যা সে সাদাকা-খায়রাত করে পরকালের জন্য আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। আর সে যা রেখে যাচ্ছে তা সবই তো তার ওয়ারিশের সম্পদ।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَقُوْلُ الْعَبْدُ: مَالِيْ مَالِيْ ، وَ إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِه ثَلاَثٌ : مَا أَكَلَ فَأَفْنَى ، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى ، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى ، وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَ تَارِكُهُ لِلنَّاسِ

(মুসলিম, হাদীস ২৯৫৯)

অর্থাৎ প্রতিটি আল্লাহ্'র বান্দাহ্ই বলেঃ আমার সম্পদ, আমার সম্পদ ; অথচ সকল সম্পদই তার নয়। তার সম্পদ শুধু তিন ধরনের। যা খেয়ে সে নিঃশেষ করেছে। যা পরে সে পুরাতন করে ফেলেছে এবং যা সে আল্লাহ্'র পথে দান করে পরকালের জন্য সংগ্রহ করেছে। এ ছাড়া আর বাকি যা রয়েছে তা সবই তার মৃত্যুর পর সে অন্য মানুষের জন্যই রেখে যাবে।

কারোর দেয়া দান-সাদাকা ওয়ারিশি সূত্রে পুনরায় আবার তার নিকট ফেরত আসলে তা গ্রহণ করতে তার কোন

অসুবিধে নেইঃ

হযরত বুরাইদাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈকা মহিলা রাসূল ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! একদা আমি আমার মাকে একটি বান্দি সাদাকা করেছিলাম। অতঃপর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এখন আমি কি করবো? তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَ رَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ

(তিরমিযী, হাদীস ৬৬৭)

অর্থাৎ তুমি সাদাকার সাওয়াব পেয়ে গেছো। তবে মিরাস হিসেবে তা তোমার নিকট আবারো ফেরত এসেছে। তাতে তোমার কোন অসুবিধে নেই।

কোন কিছু সাদাকা দেয়ার পর তা কোন ভাবেই নিজের কাছে ফেরত আনা ঠিক নয়ঃ

একদা হযরত 'উমর ﵁ আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করার জন্য জনৈক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া সাদাকা করলেন। অতঃপর তিনি দেখলেন, উক্ত ঘোড়াটি বাজারে বিক্রি হচ্ছে। তখন তিনি তা খরিদ করতে চাইলে রাসূল ﷺ তাকে বললেনঃ

لاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ

(তিরমিযী, হাদীস ৬৬৮)

অর্থাৎ তুমি তোমার সাদাকায় ফিরে যেও না।

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সঠিক পন্থায় সাদাকা উসুলকারী আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করার সাওয়াব পাবে যতক্ষণ না সে ঘরে ফিরে আসেঃ

হযরত রাফি' বিন্ খাদীজ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: لِوَجْهِ اللهِ كَالْغَازِيْ فِيْ سَـبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِه

(তিরমিযী, হাদীস ৬৪৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৮৩৬)

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সঠিক পন্থায় সাদাকা উসুলকারী আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করার সাওয়াব পাবে যতক্ষণ না সে নিজ ঘরে ফিরে আসে।

সাদাকাকারীর জন্য এটা বাধ্যতামূলক নয় যে, সে যথাস্থানে গিয়ে তার সাদাকা পৌঁছিয়ে দিবে। বরং সাদাকা উসুলকারীর উচিৎ তার কাছে গিয়ে সাদাকা উসুল করাঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى مِيَاهِهِمْ

(ইব্নু মাজাহ্ হাদীস ১৮৩৩)

অর্থাৎ মুসলমানদের সাদাকা সমূহ তাদের কর্মস্থলে গিয়ে উসুল করা হবে।

সাদাকা বা ব্যয়ের স্তর বিন্যাসঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ একদা সাদাকার আদেশ করলে জনৈক ব্যক্তি বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমার কাছে যদি শুধুমাত্র একটি দীনার বা টাকাই থাকে? তখন রাসূল ﷺ বলেনঃ

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ ، قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ ؟ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ ، قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ ؟ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ ، قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ ؟ قَالَ: تَـــصَدَّقْ

بِهِ عَلَى خَادِمِكَ ، قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ ؟ قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৯১)

অর্থাৎ তা হলে তুমি তা নিজের জন্য খরচ করবে। তাতেও তুমি সাদাকার সাওয়াব পাবে। সে বললোঃ যদি আমার কাছে আরেকটি থাকে? রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হলে তুমি তা তোমার সন্তানের জন্য খরচ করবে। তাতেও তুমি সাদাকার সাওয়াব পাবে। সে বললোঃ যদি আমার কাছে আরেকটি থাকে? রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হলে তুমি তা তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ করবে। তাতেও তুমি সাদাকার সাওয়াব পাবে। সে বললোঃ যদি আমার কাছে আরেকটি থাকে? রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হলে তুমি তা তোমার কাজের লোকের জন্য খরচ করবে। তাতেও তুমি সাদাকার সাওয়াব পাবে। সে বললোঃ যদি আমার কাছে আরেকটি থাকে? রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হলে তুমি সে সম্পর্কে আমার চাইতেও ভালো জানো।

দায়িত্ব ও প্রয়োজনের ভিত্তিতেই ব্যয়ের এ ক্রম বিন্যাস। তাই এ সম্পর্কে তৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই অন্যের চাইতে বেশি ভালো জানেন।

সাদাকা দেয়ার কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রঃ

১. জনকল্যাণে পাড়ায় পাড়ায় পানি সরবরাহের জন্য পুকুর বা নলকূপ খনন করাঃ

হযরত সা'দ্ ﷺ একদা নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন সাদাকা আপনার নিকট অধিক পছন্দনীয়? রাসূল ﷺ বললেনঃ

الْمَاءُ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৯)

অর্থাৎ জন কল্যাণে পানি সরবরাহ করা।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, হযরত সা'দ্ ﷺ একদা নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! সা'দের মা তথা আমার মা তো মরে গেলো। অতএব তাঁর জন্য কোন্ সাদাকা করলে বেশি ভালো হবে? রাসূল ﷺ বললেনঃ

الْمَاءُ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৮১)

অর্থাৎ জন কল্যাণে পানি সরবরাহ করা।

তখন হযরত সা'দ্ ﷺ একটি কূপ খনন করলেন এবং বললেনঃ এটি সা'দের মার জন্য।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ مَاءٍ

(স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৬০)

অর্থাৎ পানি সরবরাহের চাইতে আরো বেশি সাওয়াবের সাদাকা আর নেই।

হযরত জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى مِنْ جِنٍّ وَ لاَ إِنْسٍ وَ لاَ طَائِرٍ إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৬৩)

অর্থাৎ কেউ কোন কুঁয়া খনন করলে তা থেকে মানুষ, জিন, পাখি তথা যে কোন পিপাসার্ত প্রাণীই পান করুক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে এর সাওয়াব দিবেন।

জনৈক ব্যক্তি কোন মানুষকে নয় বরং একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ

করেনঃ

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا ، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ بَلَغَ بِيْ ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ إِنَّ لَنَا فِيْ الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ فَقَالَ: فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

(বুখারী, হাদীস ৬০০৯ মুসলিম, হাদীস ২২৪৪ স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৫৮)

অর্থাৎ একদা জনৈক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলো। এমতাবস্থায় হঠাৎ তার কঠিন পিপাসা লেগে গেলো। পথিমধ্যে সে একটি কূঁয়া দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করে বেরিয়ে আসলো। উপরে উঠে সে দেখতে পেলো একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে। পিপাসায় সে কাঁচা মাটি খাচ্ছে। তখন লোকটি মনে মনে বললোঃ আমার যেমন পিপাসা লেগেছিলো তেমনি তো এ কুকুরটিরও পিপাসা লেগেছে। তখন সে আবারো কুঁয়ায় নেমে নিজের (চামড়ার) মোজায় পানি ভর্তি করে উপরে উঠলো এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতিদান স্বরূপ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাকে জান্নাত দিয়ে দিলেন। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! চতুষ্পদ জন্তুর পরিচর্যা করলেও কি আমরা সাওয়াব পাবো? রাসূল ﷺ বললেনঃ প্রতিটি প্রাণীর পরিচর্যায়ই সাওয়াব রয়েছে।

২. কাউকে কোন দুধেল পশু ধার দেয়াঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ ، مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَ تَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا ، إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৮৩)

অর্থাৎ চল্লিশটি কাজ এমন রয়েছে যার কোন একটিও কেউ সাওয়াবের আশায় এবং পরকালের প্রাপ্তির উপর বিশ্বাস করে সম্পাদন করলে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিপরীতে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে তার মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে কোন দুধেল ছাগী কাউকে ধার দেয়া।

৩. কোন ঋণগ্রস্তকে তার ঋণ পরিশোধে সহযোগিতার জন্য যথাসাধ্য সাদাকা দেয়াঃ

হযরত আবু সা'ঈদ্ খুদ্রী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ এর যুগে জনৈক ব্যক্তি কিছু ফসল খরিদ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতঃপর তার উপর ঋণের বোঝা খুব বেড়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ : خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ ، وَ لَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ

(তিরমিযী, হাদীস ৬৫৫)

অর্থাৎ তোমরা তাকে সাদাকা দাও। অতঃপর সবাই তাকে সাদাকা দিলো। কিন্তু তা তার ঋণ সমপরিমাণ হলো না। তখন রাসূল ﷺ তার ঋণদাতাদেরকে বললেনঃ তোমরা যা পাচ্ছো তাই নিয়ে যাও। এর চাইতে বেশি আর তোমরা পাচ্ছো না।

৪. সুযোগ পেলেই কাউকে খানা খাওয়ানোঃ

আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীল বান্দাহ্দের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ، وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى

حُبِّه مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ أَسِيْرًا ، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ، لاَ نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلاَ شُكُوْرًا ، إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ، فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا ، وَ جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّ حَرِيْرًا ﴾

(ইন্সান/দাহ্র : ৭-১২)

অর্থাৎ তারা মানত পুরা করে এবং সে দিনকে ভয় করে যে দিনের বিপদ হবে অত্যন্ত ব্যাপক। তারা খাবারের প্রতি নিজেদের প্রচণ্ড আসক্তি থাকা সত্ত্বেও (তা নিজেরা না খেয়ে) অভাবী, এতিম ও বন্দীকে খাওয়ায়। তারা বলেঃ আমরা তো তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য। আমরা তোমাদের নিকট থেকে এর কোন প্রতিদান চাই না ; না চাই কোন ধরনের কৃতজ্ঞতা। আমরা তো আমাদের প্রভুর কাছ থেকে এক চরম ভয়ঙ্কর দিনের ভয় পাচ্ছি। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সে দিনের কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন অধিক আনন্দ ও উৎফুল্লতা। উপরন্তু তাদের ধৈর্যশীলতার দরুন তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী কাপড়।

সাধারণত কাফির ও জাহান্নামীরাই কাউকে খানা খাওয়ায় না এবং খাওয়াতে উৎসাহও দেয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ ، فِيْ جَنَّاتٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ ، عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ، مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ، وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ، وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ، وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴾

(মুদ্দাস্সির : ৩৮-৪৬)

অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নয়। তারা তো থাকবে জান্নাতে। বরং তারা

অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেঃ তোমরা কেন সাক্বার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হলে? তখন তারা বলবেঃ আমরা তো নামাযীই ছিলাম না। অভাবীদেরকে খানাও খাওয়াতাম না। বরং আমরা সমালোচনাকারীদের সাথেই (ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী) সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করতাম। উপরন্তু আমরা ছিলাম কর্মফল দিবসে অবিশ্বাসী।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ، فَذَلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ، وَ لاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴾

(মা'ঊন : ১-৩)

অর্থাৎ তুমি কি দেখেছো তাকে যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে। সেই তো ওই ব্যক্তি যে এতিমকে (ঘৃণাভরে) তাড়িয়ে দেয়। এমনকি সে কোন অভাবীকে খানা খাওয়াতেও কাউকে উৎসাহ দেয় না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ সালাম ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَيُّهَا النَّاسُ ! أَفْشُوْا السَّلاَمَ ، وَ أَطْعِمُوْا الطَّعَامَ ، وَ صَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ ؛ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

(স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৪৯)

অর্থাৎ হে মানব সকল! তোমরা একে অপরকে সালাম দাও। মানুষকে খানা খাওয়াও। রাত্রিবেলায় তাহাজ্জুদের নামায পড়ো যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তা হলে তোমরা চরম নিরাপত্তার মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اُعْبُدُوْا الرَّحْمَنَ ، وَ أَطْعِمُوْا الطَّعَامَ ، وَ أَفْشُوْا السَّلاَمَ ؛ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

(তিরমিযী, হাদীস ১৮৫৫)

অর্থাৎ তোমরা দয়াময় প্রভুর ইবাদাত করো। মানুষকে খানা খাওয়াও। একে অপরকে সালাম দাও তা হলে তোমরা চরম নিরাপত্তার মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

৫. মানুষের মাঝে যে কোন ধরনের বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, কুরআন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ্ হাদীস, ওয়ায-নসীহতের বিশুদ্ধ অডিও-ভিডিও কিংবা সিডি ক্যাসেট ও লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করাঃ

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সর্বদা সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে মানুষের মাঝে যে কোন ধরনের বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, কুরআন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ্ হাদীস, ওয়ায-নসীহতের বিশুদ্ধ অডিও-ভিডিও কিংবা সিডি ক্যাসেট ও লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা অন্যতম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৭৬)

অর্থাৎ কোন মানুষ মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল তার মৃত্যুর পরও চালু থাকেঃ দীর্ঘস্থায়ী সাদাকা, এমন জ্ঞান যা দিয়ে মানুষ তার মৃত্যুর পরও লাভবান হয়, এমন নেককার সন্তান যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দো'আ করে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَ حَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَ نَشَرَهُ ، وَ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيْلِ بَنَــاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِيْ صِحَّتِهِ وَ حَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৪২ স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৪৯)

অর্থাৎ একজন মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সাওয়াব পেতে থাকবে তা হচ্ছে, এমন লাভজনক জ্ঞান যা সে কাউকে সরাসরি শিখিয়েছে এবং প্রচার করেছে (তা যেভাবেই হোক না কেন)। এমন নেককার সন্তান যা সে মৃত্যুর সময় রেখে গেছে। এমন কুর'আন যা সে মিরাস রেখে গেছে। এমন মসজিদ যা সে বানিয়েছে। এমন ঘর যা সে মুসাফিরের জন্য বানিয়েছে। এমন খাল যা সে খনন করেছে। এমন সাদাকা যা সে সুস্থ ও জীবিত থাকাবস্থায় নিজ সম্পদ থেকে দিয়েছে এবং যার সাওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার নিকট পৌঁছুবে।

৬. কুর'আন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ্ হাদীস কিংবা যে কোন বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, লিফলেট, দেয়ালিকা ইত্যাদি মানুষের মাঝে ফ্রি বিতরণের জন্য দেশে দেশে অত্যাধুনিক প্রিন্টিং প্রেস অথবা আধুনিক রুচি ও উচ্চ মান সম্পন্ন ইসলামী পুস্তক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করাঃ

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সর্বদা সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে মানুষের মাঝে কুরআন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ হাদীস কিংবা যে কোন বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, লিফলেট, দেয়ালিকা ইত্যাদি ফ্রি বিতরণের জন্য দেশে দেশে অত্যাধুনিক প্রিন্টিং প্রেস অথবা আধুনিক রুচি ও উচ্চ মান সম্পন্ন

ইসলামী পুস্তক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা অন্যতম। যা উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে সহজেই বুঝা যায়।

প্রাচীন যুগে ইসলাম প্রচারের কাজগুলো একমাত্র আলিমগণই করতেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষতার সুবাদে এ কাজ আর তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না। এখন যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি উক্ত কাফেলায় খুব সহজেই শামিল হতে পারছেন। কেউ নিজে লিখতে বা বলতে না পারলেও কারোর লেখা কোন গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি ছাপানোর কাজে যে কোন ধরনের সহযোগিতা করে কিংবা কারোর লেখা বই বা ওয়াযের ক্যাসেট মানুষের মাঝে বিতরণ করে এ মহান প্রচার কাজে অংশ গ্রহণ করা যায়। আশা করি কোন বুদ্ধিমান মানুষ এ সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে অবহেলা করবেন না।

৭. জায়গায় জায়গায় মসজিদ-মাদ্রাসা ও ধর্মীয় সেন্টার প্রতিষ্ঠা করাঃ

হযরত আনাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

سَبْعٌ يَجْرِيْ لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَ هُوَ فِيْ قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا ، أَوْ كَرَى نَهْرًا ، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا ، أَوْ غَرَسَ نَخْلاً ، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا ، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا ، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

(স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৭৩)

অর্থাৎ সাতটা কাজ এমন রয়েছে যার সাওয়াব বান্দাহ্'র জন্য দীর্ঘকাল চালু থাকবে ; অথচ সে মৃত্যুর পর তার কবরেই শায়িতঃ যে ব্যক্তি কাউকে লাভজনক কোন জ্ঞান শিক্ষা দিলো। (জনগণের পানির সঙ্কট দূর করণার্থে) কোথাও খাল বা কূপ খনন করলো। কোথাও বা খেজুর গাছ লাগালো। আবার কোথাও বা মসজিদ ঘর তৈরি করে দিলো। কোন কুর'আন মাজীদ মিরাস

রেখে গেলো। কোন (নেককার) সন্তান মৃত্যুর সময় রেখে গেলো যে তার জন্য তার মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

হযরত 'উসমান বিন্ 'আফ্ফান ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا – يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ – بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِيْ الْجَنَّةِ

(বুখারী, হাদীস ৪৫০ মুসলিম, হাদীস ৫৩৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৪৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন একটি মসজিদ বানালো আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে সেরূপ একটি ঘর বানাবেন।

উক্ত সাওয়াব পাওয়ার জন্য জুমার মসজিদ কিংবা বড় শাহী মসজিদই বানাতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। বরং মসজিদ যত ছোটই হোক না কেন মসজিদ নির্মাণকারী উক্ত সাওয়াব থেকে কখনো বঞ্চিত হবেন না।

হযরত 'উমর বিন্ খাত্তাব ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيْهِ اسْمُ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৪২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন একটি মসজিদ বানালো যাতে আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারিত হয় আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

হযরত জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৪৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কবুতরের বাসা সমপরিমাণ অথবা এর চাইতেও আরো ছোট একটি মসজিদ তৈরি করলো আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর

তৈরি করবেন।

৮. সর্ব সাধারণের জ্ঞান আহরণের সুবিধার জন্য জায়গায় জায়গায় পাঠাগার বা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করাঃ

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে সর্ব সাধারণের জ্ঞান আহরণের সুবিধার জন্য জায়গায় জায়গায় গ্রন্থাগার কিংবা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা পূর্বের আনাস্ ও আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর হাদীসদ্বয় থেকেই বুঝা যায়।

৯. মানুষের সুবিধার জন্য জায়গায় জায়গায় ফলদার বৃক্ষ রোপণ করাঃ

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফলদার বৃক্ষ রোপণ করাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা পূর্বের হাদীস থেকেই বুঝা যায়।

হযরত আনাস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

(বুখারী, হাদীস ২৩২০ মুসলিম, হাদীস ১৫৫৩)

অর্থাৎ যে কোন মুসলমান কোন ফলদার বৃক্ষ রোপণ করলে অথবা কোন ফসল বপন করলে তা থেকে যদি কোন পাখী, মানুষ কিংবা পশু খায় তা হলে তা তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে।

হযরত জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً ، وَ مَا سُرِقَ مِنْهُ لَـــهُ صَدَقَةٌ ، وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَ مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ،

وَ لاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

(মুসলিম, হাদীস ১৫৫২)

অর্থাৎ যে কোন মুসলমান কোন ফলদার বৃক্ষ রোপণ করলে তা থেকে যা খাওয়া হয় তা তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে। যা চুরি করা হয় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে। যা কোন হিংস্র পশু খায় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে। যা কোন পাখী খায় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে এবং যা কোন মানুষ নিয়ে যায় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে।

১০. মুসাফিরদের রাত্রি যাপনের সুবিধার জন্য ট্রেন বা বাস স্টেশনগুলোর আশে-পাশে খাবারের ব্যবস্থা সহ সম্পূর্ণ আবাসিক হোটেল তৈরি করাঃ

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে মুসাফিরদের রাত্রি যাপনের সুবিধার জন্য ট্রেন বা বাস স্টেশনগুলোর আশে-পাশে খাবারের ব্যবস্থা সহ সম্পূর্ণ আবাসিক হোটেল তৈরি করাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা পূর্বের আবু হুরাইরাহ্ ﷺ এর হাদীস থেকেই বুঝা যায়।

১১. কোন এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করাঃ

কোন এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা জান্নাতে যাওয়ার একটি বিরাট মাধ্যম।

হযরত সাহ্ল رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيْمِ فِيْ الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى ، وَ فَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

(বুখারী, হাদীস ৫৩০৪)

অর্থাৎ আমি ও এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণকারী এতো পাশাপাশি থাকবো যতটুকু পাশাপাশি থাকে তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয়।

রাসূল ﷺ উক্ত ব্যাপারটি অঙ্গুলীদ্বয়ের ইশারার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন এবং উভয় অঙ্গুলীর মাঝে তিনি সামান্যটুকু ফাঁকও রাখেন।

১২. বিধবা ও মিসকীনের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করাঃ

বিধবা ও মিসকীনের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করা এবং নিরলস নফল নামায ও নফল রোযা আদায় করার সমতুল্য।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

السَّاعِيْ عَلَى الأَرْمَلَةِ وَ الْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، وَ أَحْسِبُهُ قَالَ: وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ ، وَ كَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ

(মুসলিম, হাদীস ২৯৮২)

অর্থাৎ বিধবা ও মিসকীনের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণকারী আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদকারী এবং নিরলস নফল নামায ও নফল রোযা আদায়কারীর সমতুল্য।

১৩. যে কোন রোযাদারকে ইফতার করানোঃ

যে কোন রোযাদারকে ইফতার করালে তার রোযার সমপরিমাণ সাওয়াব ইফতার আয়োজনকারী পাবে।

হযরত যায়েদ বিন্ খালিদ জুহানী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا ؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

(তিরমিযী, হাদীস ৮০৭ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৭৭৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করালো তার রোযার সমপরিমাণ সাওয়াব ইফতার আয়োজনকারী পাবে। তবে এতে রোযাদারের সাওয়াব এতটুকুও কমানো হবে না।

পূর্ব যুগের নিষ্ঠাবান সাদাকাকারীদের কিছু ঘটনাঃ

১. হযরত আনাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হযরত আবু ত্বাল্'হা ﵁ আন্সারীদের মধ্যে বেশি সম্পদশালী ছিলেন এবং তাঁর সম্পদের মধ্যে বায়রা'হা নামক বাগানবাড়িটিই ছিলো তাঁর নিকট অধিক প্রিয়। তা ছিলো মসজিদে নববীর সামনাসামনিই। রাসূল ﷺ তাতে ঢুকে মিষ্টি পানি পান করতেন। হযরত আনাস্ ﵁ বলেনঃ যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴾

(আলি 'ইম্রান : ৯২)

অর্থাৎ তোমরা কখনোই কল্যাণের নাগাল পাবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজের পছন্দনীয় বস্তু সাদাকা করো। তোমরা যা কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করো তা সবই তিনি ভালোভাবে জানেন।

যখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় তখন আবু ত্বাল্'হা ﵁ রাসূল ﷺ এর নিকট গিয়ে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তো উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। আর আমার নিকট সবচাইতে প্রিয় সম্পদই হচ্ছে বায়রা'হা নামক বাগানবাড়িটি। সুতরাং এটি আমি আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করে দিলাম। আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এর সাওয়াব আশা করি। সুতরাং হে রাসূল! আপনি তা যেখানে ব্যয় করতে চান ব্যয় করুন। রাসূল ﷺ বললেনঃ সাবাস! এতো খুব লাভজনক সম্পদ। এতো খুব লাভজনক সম্পদ। আমি তোমার কথা শুনেছি। তবে আমি চাই যে তুমি তা তোমার আত্মীয়-স্বজনদের

মাঝে বন্টন করে দিবে। তখন আবু ত্বাল্'হা ﷺ তাই করলেন।

(বুখারী, হাদীস ১৪৬১ মুসলিম, হাদীস ৯৯৮)

২. হযরত সু'দা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা আমার স্বামী ত্বাল্'হা বিন্ 'উবাইদুল্লাহ্'র সামনে উপস্থিত হলে তাঁকে ভারী ভারী মনে হলো। যেন তিনি আমার উপর রাগ করে আছেন। আমি বললামঃ আপনার কি হলো? হয়তো আপনি আমার কোন কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হয়েছেন তাই আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। তিনি বললেনঃ না। একজন মুসলিম পুরুষের জন্য তুমি কতোই না উত্তমা স্ত্রী! তবে একটি ঘটনা ঘটেছে। তা এই যে, আমার নিকট অনেকগুলো সম্পদ একত্রিত হয়েছে। আমি ভেবে পাচ্ছি না তা কিভাবে খরচ করবো? আমি বললামঃ আপনার কিসের চিন্তা! আপনার বংশের লোকদেরকে ডাক দিয়ে তা তাদের মধ্যে বন্টন করে দিন। তখন তিনি নিজ গোলামকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে গোলাম! আমার বংশের লোকদেরকে ডেকে নিয়ে আসো। বর্ণনাকারিণী বলেনঃ আমি হিসাব রক্ষককে জিজ্ঞাসা করলামঃ তিনি ইতিমধ্যে কতো টাকা বন্টন করলেন? সে বললোঃ চার লাখ।

(স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯২৫)

৩. একদা হযরত ত্বাল্'হা বিন্ 'উবাইদুল্লাহ্ ﷺ হযরত 'উসমান ﷺ এর নিকট সাত লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে একটি বাগানবাড়ি বিক্রি করে দিলেন। হযরত 'উসমান ﷺ যখন দিরহামগুলো নিয়ে আসলেন তখন হযরত ত্বাল্'হা ﷺ বললেনঃ যে ব্যক্তির নিকট এতগুলো দিরহাম ; অথচ সে জানে না তার মৃত্যু কখন হবে এরপরও সে এতগুলো দিরহাম নিয়ে রাত্রি যাপন করলো সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। অতঃপর তিনি লোক পাঠিয়ে দিলেন এগুলো মদীনার গলীতে গলীতে বিলি করতে। ফজরের সময় দেখা গেলো, তাঁর নিকট আর একটি দিরহামও নেই।

(স্বিফাতুস-স্বাফওয়াহ্ ১/৩৪০)

৪. একদা হযরত 'উমর বিন্ খাত্তাব ﷺ চার শত দিনার একটি থলিতে ভরে নিজ গোলামকে দিয়ে বললেনঃ এগুলো হযরত আবু 'উবাইদাহ্ ﷺ কে দিয়ে আসো। তবে কোন একটা ব্যস্ততা দেখিয়ে তাঁর ঘরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। তা হলে দেখতে পাবে সে দিনারগুলো কোন খাতে খরচ করে। গোলাম দিনারগুলো নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে বললোঃ আমীরুল মু'মিনীন বলছেনঃ দিনারগুলো আপনার কোন ব্যক্তিগত কাজে লাগাতে। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে তাঁর খাঁটি বান্দাহ্ সুলভ সুসম্পর্ক অটুট রাখুক এবং তাঁকে দয়া করুক। অতঃপর বললেনঃ হে বান্দি! এ সাতটি দিনার অমুককে দিয়ে আসো, এ পাঁচটি অমুককে, আরো এ পাঁচটি অমুককে। এমনকি তা কিছুক্ষণের মধ্যে বন্টন করা শেষ হয়ে গেলো। গোলামটি হযরত 'উমর ﷺ এর নিকট এসে তা বিস্তারিত জানালেন। ইতিমধ্যে হযরত 'উমর ﷺ আরো চার শত দিনার হযরত মু'আয্ বিন্ জাবাল ﷺ এর জন্য প্রস্তুত করে রাখলেন। তিনি বললেনঃ এগুলো হযরত মু'আয্ বিন্ জাবাল ﷺ কে দিয়ে আসো। তবে কোন একটা ব্যস্ততা দেখিয়ে তাঁর ঘরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। তা হলে দেখতে পাবে সে দিনারগুলো কোন খাতে খরচ করে। গোলাম দিনারগুলো নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে বললোঃ আমীরুল মু'মিনীন বলছেনঃ দিনারগুলো আপনার কোন ব্যক্তিগত কাজে লাগাতে। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে তাঁর খাঁটি বান্দাহ্ সুলভ সুসম্পর্ক অটুট রাখুক এবং তাঁকে দয়া করুক। অতঃপর বললেনঃ হে বান্দি! এ কয়েকটি দিনার অমুকের ঘরে দিয়ে আসো, এগুলো অমুকের ঘরে, আরো এগুলো অমুকের ঘরে। ইতিমধ্যে হযরত মু'আয্ ﷺ এর স্ত্রী তাঁর দিকে উঁকি মেরে বললেনঃ আল্লাহ্'র কসম! আমরা একান্ত দরিদ্র। সুতরাং আমাদেরকেও কিছু দিন। তখন তাঁর নিকট শুধুমাত্র দু'টি দিনারই অবশিষ্ট ছিলো এবং তাই তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। গোলামটি হযরত 'উমর ﷺ এর নিকট এসে তা বিস্তারিত

জানালেন। হযরত 'উমর ﷺ তাতে খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেনঃ এরা সবাই ভাই ভাই। তাই আচরণে সবাই একই।

(স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯২৬)

৫. হযরত 'উরওয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে দেখেছি সত্তর হাজার দীনার বা দিরহাম সাদাকা করে দিতে ; অথচ তিনি তাঁর পরনের কাপড় তালি লাগিয়ে পরছিলেন।

(স্বিফাতুস-স্বাফওয়াহ্ ২/৩০)

৬. হযরত আস্মা বিন্তে আবী বকর আগামী কালের জন্য কিছুই রাখতেন না। তিনি সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় সাদাকা করে দিতেন।

(আস-সিয়ার ৩/৩৮০)

৭. হযরত 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক সাহাবীকে একটি ছাগলের মাথা হাদিয়া দেয়া হলো। তিনি মনে মনে ভাবলেনঃ আমার অমুক ভাই এ মাথাটির প্রতি আমার চাইতেও বেশি মুখাপেক্ষী। তাই তিনি মাথাটি তাঁর কাছেই পাঠিয়ে দিলেন। এমনিভাবে অপরজন অন্যের কাছে। পরিশেষে সাত ঘর ঘুরে মাথাটি প্রথম ঘরেই ফিরে আসলো।

(এহ্ইয়া' ৩/২৭৩)

৮. হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর নিকট যখনই তাঁর কোন সম্পদ ভালো বা পছন্দনীয় মনে হতো তখনই তিনি তা আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় সাদাকা করে দিতেন।

(ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান ৩/৩০)

৯. হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কখনো কখনো একই মজলিশে ত্রিশ হাজার দীনার বা দিরহাম সাদাকা করে দিতেন ; অথচ তিনি কোন কোন মাসে এক টুকরো গোস্ত খাওয়ার পয়সাও নিজের কাছে খুঁজে

পেতেন না।

(আস-সিয়ার ৩/২১৮)

১০. একদা হযরত 'উমর বিন্ খাত্তাব ﷺ এর যুগে মদীনায় দুর্ভিক্ষ লেগে যায়। ইতিমধ্যে সিরিয়া থেকে হযরত 'উসমান ﷺ এর মালিকানাধীন এক হাজার উটের একটি বাণিজ্য কাফেলা মদীনায় পৌঁছে যায়। তাতে ছিলো হরেক রকমের খাদ্য সামগ্রী ও মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ। সে কঠিন সময়ে যার মূল্য ছিলো বর্ণনাতীত। ইতিমধ্যে সকল ব্যবসায়ীরা পণ্য সামগ্রীর জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত। তিনি তাদেরকে বললেনঃ তোমরা আমাকে কতটুকু লাভ দিবে ? তারা বললোঃ শতকরা পাঁচ ভাগ। তিনি বললেনঃ অন্যজন (আল্লাহ্ তা'আলা) আরো বেশি দিতে প্রস্তুত। তারা বললোঃ আমরা আরো বাড়িয়ে দেবো। এমনকি তারা শতকরা দশ ভাগ লাভ দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। তিনি বললেনঃ অন্যজন (আল্লাহ্ তা'আলা) আরো বেশি দিতে প্রস্তুত। অতঃপর তিনি পুরো ব্যবসাটুকুই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য মানুষের মাঝে বন্টন করে দেন।

(আখলাকুনাল-ইজতিমা'ইয়্যাহ্ : ২১)

১১. একদা জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি চারটি দিয়্যাতের দায়িত্বভার নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলো। সে এ ব্যাপারে মদীনাবাসীদের সাহায্য কামনা করছিলো। জনৈক ব্যক্তি তাকে বললোঃ তুমি এ ব্যাপারে চার জনের যে কোন এক জনের নিকট যেতে পারো। তাঁরা হচ্ছেন, 'হাসান বিন্ 'আলী, আব্দুল্লাহ্ বিন্ জা'ফর, সা'ঈদ বিন্ 'আস্ব এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস ﷺ। লোকটি মসজিদে গিয়ে দেখলো হযরত সা'ঈদ বিন্ 'আস্ব ﷺ মসজিদে প্রবেশ করছেন। লোকটি তাঁর কাছে ব্যাপারটি খুলে বলতেই তিনি নিজ ঘর থেকে ঘুরে এসে বললেনঃ তুমি আরেকজনকে নিয়ে আসো তোমার সহযোগিতা করতে। লোকটি বললোঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দয়া করুন! আমি তো

এতো সম্পদ চাইনি ? তিনি বললেনঃ আমি জানি। তুমি আরেকজনকে নিয়ে আসো তোমার সহযোগিতা করতে। অতঃপর তিনি তাকে চল্লিশ হাজার দীনার বা দিরহাম দিয়ে দিলেন। এরপর লোকটির আর কারোর কাছে যেতে হলো না।

(আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্ ৮/৯৩)

১২. হযরত মাইমূন বিন্ মিহ্রান থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর স্ত্রীকে বলা হলোঃ তুমি তোমার স্বামীর প্রতি কেন দয়া করো না ? তিনি বললেনঃ আমি কি করবো ?! তাঁর জন্য খানা তৈরি করলে তিনি অন্যদেরকে সাথে নিয়ে বসে যান। তখন আর তাঁর খাওয়া হয় না। অতঃপর তাঁর স্ত্রী একদা সকল মিসকিনদেরকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ালেন যারা সর্বদা ইব্নু 'উমরের মসজিদ থেকে বের হওয়ার পথে বসে থাকে। এরপর তাদেরকে বিনয়ের সাথে বললেনঃ তোমরা ইব্নু 'উমরের পথে বসে থেকো না। অতঃপর ইব্নু 'উমর ঘরে এসে বললেনঃ অমুককে ডাকো, অমুককে ডাকো ; অথচ তাঁর স্ত্রী তাদের নিকট খানা পাঠিয়ে বললেনঃ তোমাদেরকে ডাকলে তোমরা কেউ আর এসো না। তখন হযরত ইব্নু 'উমর বললেনঃ তোমরা চাচ্ছো, আমি যেন আজ রাত্রের খাবার না খাই। তাই তিনি আর রাত্রের খাবার খেলেন না।

('হিল্য়াতুল-আউলিয়া' ৭/২৯৮)

১৩. হযরত মুহাম্মাদ বিন্ মুন্কাদির (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হযরত উম্মে দুর্রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) [যিনি ছিলেন হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর খাদিমা] তাঁকে বলেনঃ একদা হযরত মু'আবিয়া رضي الله عنه হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর নিকট এক লক্ষ আশি হাজার দিরহাম পাঠান। তিনি দিরহামগুলো পেয়ে তার সবটুকুই মানুষের মাঝে বিলি করে দিলেন। যখন সন্ধ্যা হলো তখন তিনি নিজ খাদিমাকে বললেনঃ ইফতার নিয়ে

আসো। অতঃপর তাঁর জন্য রুটি ও তেল নিয়ে আসা হলো। হযরত উম্মে দুর্‌রাহ্ বলেনঃ আজ একটি দিরহাম দিয়ে আমাদের ইফতারের জন্য এতটুকু গোস্তও কিনতে পারলেন না ? হযরত 'আয়িশা বলেনঃ আমাকে ইতিপূর্বে ব্যাপারটি স্মরণ করিয়ে দিলে না কেন ?

(এহ্ইয়া' ৩/২৬২)

১৪. হযরত সা'দ বিন্ 'উবাদাহ্ رضي الله عنه প্রতি রাত্রে আশি জন স্বুফ্‌ফাবাসীকে খানা খাওয়াতেন।

(আস-সিয়ার ১/২১৬)

১৫. মদীনাবাসীরা হযরত আব্দুর রহ্‌মান বিন্ 'আউফ رضي الله عنه এর সম্পদের উপর বেশির ভাগই নির্ভরশীল ছিলো। কারণ, তিনি নিজ মালের এক তৃতীয়াংশ মানুষকে ঋণ দিতেন। আরেক তৃতীয়াংশ মানুষের ঋণ পরিশোধে ব্যয় করতেন। অন্য তৃতীয়াংশ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় ব্যয় করতেন।

(তারীখে বাগদাদ : ১২/৪৯১)

১৬. একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত 'হাসান বিন্ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) এর দিকে একটি চিরকুট তুলে ধরলেন। তখন তিনি তা দেখার পূর্বেই বললেনঃ তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়া হবে। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললেনঃ হে রাসূল ﷺ এর সন্তান! আপনি চিরকুটটি দেখেই উত্তর দিতেন তাই তো ভালো ছিলো। তিনি বললেনঃ আমি চিরকুটটি পড়া পর্যন্ত সে যতটুকু লাঞ্ছনা ভোগ করবে সে জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জবাবদিহি করবেন।

(এহ্ইয়া ৩/৯৭)

১৭. হযরত যুবাইর বিন্ 'আউওয়াম رضي الله عنه এর এক হাজার গোলাম ছিলো যারা তাঁকে প্রতিদিনই নিজেদের উপার্জনগুলো দিয়ে দিতো। প্রতি রাত্রে তিনি সেগুলো সম্পূর্ণরূপে গরীবদের মাঝে বন্টন না করে কখনো ঘরে ফিরতেন না।

('হিল্‌য়াতুল-আউলিয়া' ১/৯০)

১৮. হযরত আহ্‌মাদ বিন্ হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ্) হযরত আব্বাদ বিন্ আব্বাদ সম্পর্কে বলেনঃ তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত দিনদার। যিনি নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে তিন বা চার বার খরিদ করে নিয়েছেন। তিনি নিজকে ওজন করে সে পরিমাণ রুপা আল্লাহ্'র রাস্তায় সাদাকা করেন।

(তাযকিরাতুল-'হুফ্‌ফায ১/২১০)

১৯. হযরত 'আমর বিন্ দীনার থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হযরত আলী বিন্ 'হুসাইন বিন্ আলী (রাহিমাহুল্লাহ্) হযরত মুহাম্মাদ বিন্ উসামাহ্ বিন্ যায়েদের সাক্ষাতে গেলে দেখলেন তিনি কাঁদছেন। হযরত আলী বললেনঃ তোমার কি হয়েছে। কাঁদছো কেন ? তিনি বললেনঃ আমার উপর কিছু ঋণ রয়েছে তাই কাঁদছি। হযরত আলী বললেনঃ কতগুলো ? তিনি বললেনঃ পনেরো হাজার দীনার। হযরত আলী বললেনঃ ঠিক আছে, তা আমিই দিয়ে দেবো।

(তায্‌কিরাতুল-'হুফ্‌ফায ১/৮১)

২০. হযরত আলী বিন্ হাসান বিন্ আলী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর নিকট কোন ভিক্ষুক আসলে তিনি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলতেনঃ তোমাকে ধন্যবাদ! কারণ, তুমি আমার ধন-সম্পদ আখিরাতের দিকে বয়ে নিয়ে যাবে।

২১. হযরত 'উমর বিন্ সাবিত (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন হযরত আলী বিন্ 'হুসাইন বিন্ আলী (রাহিমাহুল্লাহ্) মৃত্যু বরণ করলেন তখন তাঁকে ধোয়ানোর সময় তাঁর পিঠে অনেকগুলো কালো দাগ পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁর ঘনিষ্ঠরা বলেনঃ তিনি রাত্রি বেলায় আটার বস্তা পিঠে নিয়ে মদীনার ফকিদের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিতেন।

(আস-সিয়ার ৪/১৩৯)

২২. হযরত আবুল 'হুসাইন নূরী (রাহিমাহুল্লাহ্) বিশ বছর যাবত নিজ ঘর থেকে দু'টি রুটি নিয়ে বাজারের দিকে রওয়ানা করতেন তা সাদাকা করার

জন্য। পথিমধ্যে তিনি মসজিদে ঢুকে নফল নামাযে ব্যস্ত হয়ে যেতেন যতক্ষণ না বাজারের সময় হতো। অতঃপর বাজারের সময় হলে তিনি সেখানে গিয়ে রুটি দু'টি সাদাকা করে দিতেন। সবাই মনে করতো, তিনি ঘর থেকে খানা খেয়ে বের হয়েছেন। আর ঘরের লোকেরা মনে করতো, তিনি তো দুপুরের খানা নিয়ে বের হয়েছেন ; অথচ তিনি রোযা রয়েছেন।

(মিন্হাজুল-ক্বাস্বিদীন ৪১)

২৩. ইমাম শা'বী বলেনঃ আমার এমন কোন আত্মীয় মরেনি যার উপর কিছু না কিছু ঋণ আছে ; অথচ আমি তা তার পক্ষ থেকে আদায় করিনি।

(তায্কিরাতুল-'হুফ্ফায ১/৮১)

২৪. হযরত আবু ইসহাক্ব আত্ব-ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ নাজাদ নামক জনৈক ব্যক্তি সর্বদা রোযা রাখতো। একটি রুটি দিয়ে ইফতার করার সময় তিনি তা থেকে সামন্যটুকু ছিঁড়ে রাখতেন। শুক্রবার তিনি সে টুকরোগুলো খেয়ে সে দিনের রুটিটি সাদাকা করে দিতেন।

(তায্কিরাতুল-'হুফ্ফায ৩/৮৬৮)

২৫. হযরত দাউদ আত্ব-ত্বায়ির একটি বান্দি ছিলো। সে একদা তাঁকে বললোঃ আপনার জন্য কি কিছু চর্বি পাকাবো ? তিনি বললেনঃ ঠিক আছে, পাকাও। তা পাকিয়ে যখন তাঁর কাছে আনা হলো তখন তিনি বললেনঃ অমুক ঘরের এতিমগুলোর কি অবস্থা ? বান্দি বললোঃ আগের মতোই। তিনি বললেনঃ এগুলো তাদের কাছে নিয়ে যাও। বান্দি বললোঃ আপনি তো অনেক দিন থেকে রুটির সাথে কিছু খাননি। তিনি বললেনঃ তারা খেলে তো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তা সংরক্ষিত থাকবে। আর আমি খেলে তা বাথরুমে যাবে।

(তারিখে বাগদাদ ৮/৩৫৩)

২৬. শু'বাহ্ বিন্ 'হাজ্জাজ একদা একটি গাধার উপর চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সুলাইমান বিন্ মুগীরাহ্ নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট

নিজ দীনতার কথা বর্ণনা করছিলো। তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ্'র কসম! আমি এখন শুধু এ গাধাটিরই মালিক। অন্য কিছুর নয়। এরপরও তিনি গাধা থেকে নেমে গাধাটি সুলাইমানকে সাদাকা করে দিলেন।

('হিল্য়াতুল-আউলিয়া' ৭/১৪৬)

২৭. হযরত রাবী' নামক জনৈক বুযুর্গ একদা অর্ধাঙ্গ রোগে ভোগছিলেন। দীর্ঘ দিন যাবত তিনি পুরো শরীরে খুব ব্যথা অনুভব করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মুরগীর গোস্ত খাওয়ার ইচ্ছে হলো। চল্লিশ দিন যাবত এ ইচ্ছা তিনি কারোর কাছে ব্যক্ত করেননি। একদা তাঁর স্ত্রীর নিকট উক্ত ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি এক দিরহাম দু' দানিক্ব দিয়ে তাঁর জন্য একটি মুরগী খরিদ করে তা রান্না করলেন। সাথে কিছু রুটি এবং হালুয়াও তৈরি করা হলো। এ সব তাঁর নিকট উপস্থিত করা হলে যখন তিনি তা খেতে যাবেন তখনই জনৈক ভিক্ষুক এসে বললোঃ আমাকে কিছু সাদাকা দিন। তখন তিনি তা না খেয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেনঃ ভিক্ষুককে এগুলো দিয়ে দাও। তাঁর স্ত্রী বললেনঃ আমি ভিক্ষুককে এমন কিছু দেবো যাতে সে আরো বেশি খুশি হয়ে যায়। তিনি বললেন তা কি? তাঁর স্ত্রী বললেনঃ আমি তাকে এগুলোর পয়সা দিয়ে দেবো। আর আপনি এগুলো খাবেন। তিনি বললেনঃ ভালোই বলেছো। তা হলে পয়সাগুলো নিয়ে আসো। পয়সাগুলো নিয়ে আসা হলে তিনি বললেনঃ পয়সা এবং খাবার সবই তাকে দিয়ে দাও।

(আহ্সানুল মা'হাসিন ২৮৯)

২৮. হযরত 'আমির বিন্ আব্দুল্লাহ্ বিন্ যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) দীনার ও দিরহামের থলি নিয়ে মসজিদে মসজিদে ঘুরে বেড়াতেন। কোন নেককার বান্দাহ্কে সিজদাহ্রত অবস্থায় দেখলে তার জুতার পার্শ্বে থলিটি রেখে দিতেন। যাতে লোকটি তাঁকে চিনতে না পারে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ থলিটি এদের বাড়িতে পাঠান না কেন ? তখন তিনি বলেনঃ থলিটি তাদেরকে

সরাসরি দিলে সময় সময় তারা আমাকে বা আমার প্রতিনিধিকে দেখে লজ্জা পাবে।

(মিন্হাজুল-ক্বাস্বিদীন ৪১)

২৯. হ্যরত 'আমির বিন্ আব্দুল্লাহ্ বিন্ যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) ছয় বার নিজের দিয়্যাত সমপরিমাণ সাদাকা করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে নিজকে কিনে নিয়েছেন। তেমনিভাবে হ্যরত 'হাবীব আল-'আজমীও চল্লিশ হাজার দিরহাম সাদাকা করে নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন।

('হিল্য়াতুল-আউলিয়া' ৩/১৬৬)

৩০. হ্যরত মুওয়ার্রিক্ব আল-'ইজ্লী ব্যবসা করে যা লাভ হতো তার সবটুকুই গরীব-দুঃখীর মাঝে বন্টন করে দিতেন। তিনি বলতেনঃ গরীব-দুঃখী না থাকলে আমি কখনো ব্যবসাই করতাম না।

(আয-যুহ্দ ৪৪)

৩১. হ্যরত রাক্বিদী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ রাষ্ট্রপতি আমাকে ছয় লক্ষ দিরহাম দিয়েছেন ; অথচ এগুলোর উপর কখনো যাকাত আসেনি। অর্থাৎ বছর পুরানোর আগেই তিনি তা সব সাদাকা করে দিয়েছিন।

(আস-সিয়ার ৯/৪৬৭)

৩২. হ্যরত লাইস বিন্ সা'দ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর বার্ষিক আয় ছিলো আশি হাজার দিনার ; অথচ তাঁর উপর কখনো যাকাত ওয়াজিব হয়নি। অর্থাৎ বছর পুরানোর আগেই তিনি তা সব সাদাকা করে দিয়েছিন।

(ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান ৪/১৩০)

৩৩. একদা মা'রূফ কার্খী (রাহিমাহুল্লাহ্) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে বলা হলোঃ আপনি ওয়াসিয়ত করুন। তিনি বললেনঃ আমি মরে গেলে আমার গায়ের জামাটি তোমরা সাদাকা করে দিবে। কারণ, আমি চাই, দুনিয়াতে

আমি যেভাবে খালি এসেছি সেভাবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবো।

(ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান ৫/২৩২)

৩৪. খলীফা আব্দুল মালিক বিন্ মারওয়ান একদা হযরত আস্মা বিন্তে খারিজাকে ডেকে বললেনঃ তোমার কয়েকটি গুণ আমার কানে এসেছে তা এখন সরাসরি আমাকে খুলে বলবে কি ? তিনি বললেনঃ এ ব্যাপারটি অন্যের থেকে শুনাই ভালো। খলীফা বললেনঃ না, তুমি আমাকে সেগুলো বলতেই হবে। তখন তিনি বললেনঃ হে আমীরুল-মু'মিনীন! গুণগুলো হচ্ছে এই যে, আমি কখনো কারোর সামনে পা ছড়িয়ে বসি না। আমি কখনো কাউকে খাবারের দাওয়াত করলে সেই আমাকে খোঁটা দেয় যা আমি দেই না। কেউ আমার নিকট কোন কিছু চাইলে যা কিছুই আমি তাকে দেই তা বেশি মনে করি না।

(এহ্ইয়া' ৩/২৬৫)

৩৫. একদা জনৈক সিরিয়াবাসী মদীনায় এসে বললোঃ স্বাফ্ওয়ান বিন্ সুলাইম কে ? আমি তাকে জান্নাতে দেখেছি। তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেছেন একটি জামার পরিবর্তে। যা একদা তিনি জনৈক ব্যক্তিকে পরিয়েছেন। তিনি একদা এক প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতে মসজিদ থেকে ঘরে রওয়ানা করছিলেন। পথিমধ্যে দেখছেন জনৈক ব্যক্তি উলঙ্গ। তখন তিনি জামাটি খুলে তাকে পরিয়ে দিলেন।

(স্বিফাতুস্ব-স্বাফওয়াহ্ ২/১৫৪)

৩৬. সা'লিম বিন্ আবুল-জা'দ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ একদা জনৈকা মহিলা নিজ সন্তানকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। পথিমধ্যে একটি বাঘ তার সন্তানটি ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। তখন মহিলাটি তার পিছু নেয়। তার সাথে একটি রুটি ছিলো। পথিমধ্যে সে রুটিটি একজন ভিক্ষুককে দিয়ে দেয়। তখন বাঘটি তার সন্তানটিকে ফেরত দেয়। তখন তার কানে একটি আওয়াজ আসে, এক

নেওলার পরিবর্তে আরেকটি নেওলা।

(তাম্বীহুল-গাফিলীন ৫২১)

৩৭. ইব্রাহীম বিন্ বাশ্শার বলেনঃ একদা আমি ইব্রাহীম বিন্ আদমের সঙ্গে ত্রিপলী (বর্তমান লিবিয়ার রাজধানী) এলাকায় হাঁটছিলাম। আমার সাথে ছিলো শুধু দু'টি শুকনো রুটি। পথিমধ্যে জনৈক ভিক্ষুক কিছু চাইলে তিনি আমাকে বলেনঃ তোমার সাথে যা আছে তা একে দিয়ে দাও। আমি রুটি দু'টো দিতে একটু দেরি করলে তিনি বললেনঃ তুমি ওকে দিয়ে দাও। অতঃপর আমি রুটি দু'টো দিয়ে দিলাম। আমি তাঁর এ রকম কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হলে তিনি আমাকে বলেনঃ হে আবু ইসহাক্ব! তুমি কিয়ামতের দিন এমন বিপদাপদের সম্মুখীন হবে যা ইতিপূর্বে কখনো হওনি। তুমি তখন তাই পাবে যা তুমি এ দুনিয়া থেকে পরকালের জন্য এখন পাঠাচ্ছো। যা রেখে যাবে তা কখনোই পাবে না। সুতরাং তুমি এখন থেকেই প্রস্তুতি নাও। কারণ, তুমি জানো না কখন তোমার মৃত্যু হবে। তাঁর কথায় আমি কেঁধে ফেললাম। দুনিয়া আমার কাছে তখন কিছুই মনে হলো না। আমার দিকে তাকিয়ে তিনিও কেঁধে কেঁধে বললেনঃ এমনই হওয়া চাই।

(আয-যুহ্দ/বায়হাক্বী ২৫১ স্বিফাতুস্ব-স্বাফওয়াহ্ ২/১৫৪)

৩৮. জরীর বিন্ আব্দুল-'হামীদ বলেনঃ সুলাইমান আত-তাইমী যখনই হাতের নাগালে যাই পেতেন সাদাকা করে দিতেন। আর কোন কিছু না পেলে দু'রাক'আত নামায পড়তেন।

(আস-সিয়ার ৬/১৯৯)

৩৯. একদা জনৈক ব্যক্তি তার বন্ধুর দরোজায় আঘাত করলে সে ঘর থেকে বের হয়ে বললোঃ তুমি কি জন্য আসলে ? সে বললোঃ আমি চার শত দিরহাম ঋণী যা এখনো আদায় করতে পারছি না। বন্ধুটি সাথে সাথে চার শত দিরহাম গুণে তার হাতে তুলে দিলো। অতঃপর ঘরে এসে সে কাঁদতে লাগলো। তার

স্ত্রী বললোঃ এতো কষ্ট লাগলে দিলে কেন ? সে বললোঃ দেয়ার জন্য কাঁদছি না। কাঁদছি এ জন্য যে, আমি তার বন্ধু হয়ে এতোদিন কেন তার কোন খোঁজ খবর রাখিনি। যার দরুন তাকে আজ আমার নিকট আসতে হলো।

(এহ্‌ইয়া' ৩/৯৭)

৪০. হযরত সুফইয়ান বিন্ 'উয়াইনাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) একদা রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ভিক্ষুক তাঁর কাছে কিছু ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে কিছুই দিতে পারলেন না। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। জনৈক ব্যক্তি বললোঃ হে আবু মুহাম্মাদ! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেনঃ এর চাইতে আর বড় বিপদ কি হতে পারে যে, কেউ তোমার নিকট কিছু চাইলো আর তুমি তাকে কিছুই দিতে পারলে না।

(ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান ২/২৯৩)

৪১. জনৈকা মহিলা 'হাস্‌সান বিন্ আবু সিনান (রাহিমাহুল্লাহ্) এর নিকট কিছু ভিক্ষা চাইলে তিনি তাঁর শরীককে দু'টি অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করেন। তাঁর শরীক মহিলাটিকে দু'টি দিরহাম দিতে গেলে তিনি নিজে উঠে গিয়ে মহিলাটিকে দু'শত দিরহাম দিলেন। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ হে আবু আব্দুল্লাহ্! আপনি তো এ দু'শত দিরহাম দিয়ে অনেকগুলো ভিক্ষুককে সন্তুষ্ট করতে পারতেন। তিনি বললেনঃ আমি যা ভাবছি তোমরা তা ভাবোনি। আমি ভাবলাম, মহিলাটি তো এখনো যুবতী। তাই আমি চাই না মহিলাটি প্রয়োজনের তাড়নায় ব্যভিচার করে বসুক।

(স্বিফাতুস্ব-স্বাফওয়াহ্ ৩/৩৩৮)

৪২. 'আলী বিন্ 'ঈসা আল-ওয়াযীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ আমি এ যাবত সাত লাখ দীনার কামিয়েছি। তার মধ্য থেকে ছয় লাখ আশি হাজার দিরহামই আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় খরচ করে দিয়েছি।

(আস-সিয়ার ১৫/৩০০)

৪৩. হযরত সুফইয়ান বিন্ 'উয়াইনাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আমার পিতা পঞ্চাশ হাজার দিরহাম মিরাস পেয়েছেন। অতঃপর তিনি তা থলে ভরে ভাইদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ আমি আমার নফল নামাযগুলোতে আমার ভাইদের জন্য জান্নাতের দো'আ করি। সুতরাং তাদের সাথে আমার সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করবো কেন ?

৪৪. হযরত শফিক বিন্ ইব্রাহীম বলেনঃ একদা আমরা ইব্রাহীম বিন্ আদ্হামের নিকট ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি বললেনঃ এ কি অমুক ব্যক্তি নয় ? বলা হলোঃ হ্যাঁ। তখন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বললেনঃ তুমি ওর কাছে গিয়ে বলোঃ ইব্রাহীম বিন্ আদ্হাম বলছেনঃ কেন তুমি তাঁকে সালাম করোনি ? সে বললোঃ আল্লাহ্'র কসম! আমি এখন পাগলের ন্যায়। আমার স্ত্রী সন্তান প্রসব করেছে ; অথচ আমার নিকট কিছুই নেই। ইব্রাহীম বিন্ আদ্হামকে ব্যাপারটি বলা হলে তিনি বললেনঃ ইন্নালিল্লাহ্! আমাদের কি হলো! লোকটির কোন খবরই নিলাম না; অথচ লোকটি সমস্যাগ্রস্ত। অতঃপর তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বললেনঃ এ বাগানের মালিকের কাছ থেকে দু'টি দীনার ধার নিয়ে একটি দীনার দিয়ে তার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র খরিদ করো। অতঃপর জিনিসগুলো এবং বাকি দীনারটি তাকে দিয়ে আসবে। লোকটি বললোঃ আমি বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে যখন তার দরোজায় গিয়ে আঘাত করি তখন তার স্ত্রী বললোঃ কে? আমি বললামঃ আমি অমুককে চাই। তার স্ত্রী বললোঃ সে তো ঘরে নেই। আমি বললামঃ দরোজাটি খুলে একটু সরে দাঁড়াও। মহিলাটি দরোজা খুললে আমি আসবাবপত্রগুলো ঘরের মেঝে রেখে বাকি দীনারটি তার হাতে তুলে দিলে সে বললোঃ এগুলো কে পাঠালো। আমি বললামঃ তোমার স্বামীকে বলবেঃ এগুলো ইব্রাহীম বিন্ আদ্হাম পাঠিয়েছে। মহিলাটি বললোঃ হে আল্লাহ্! আপনি ইব্রাহীম বিন্ আদ্হামকে এ দিনের প্রতিদান দিন।

(স্বিফাতুস্ব-স্বাফওয়াহ্ ৪/১৫৫)

৪৫. হযরত বায়ান মিসরী থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি মক্কায় বসা ছিলাম। আমার সামনে ছিলো জনৈক যুবক। জনৈক ব্যক্তি যুবকটিকে দিরহাম ভর্তি একটি থলি দিলে সে বললোঃ এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। লোকটি বললোঃ তোমার কোন প্রয়োজন না থাকলে মিসকিনদেরকে দিয়ে দিবে। অতঃপর যুবকটি সবগুলো দিরহাম মিসকিনদেরকে দিয়ে দিলো। যখন রাত্রের খাবারের সময় হলো তখন আমি যুবকটিকে দেখতে পেলাম মাঠে পরিত্যাক্ত কোন খাবার যেন সে খুঁজছে। আমি বললামঃ এ সময়ের জন্য কয়েকটি দিরহাম রেখে দিলে না কেন? সে বললোঃ এ পর্যন্ত বাঁচবো বলে আমি এতটুকুও নিশ্চিত ছিলাম না।

৪৬. জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি হযরত সা'ঈদ বিন্ 'আস্বের নিকট কোন কিছু চাইলে তিনি তাঁর খাদিমকে বললেনঃ একে পাঁচ শত দিয়ে দাও। খাদিম বললোঃ পাঁচ শত দীনার দেবো না দিরহাম? তিনি বললেনঃ আমি পাঁচ শত দিরহাম দিতেই বলেছিলাম। তবে যখন তোমার অন্তরে দীনারের কথাই আসলো তা হলে তাকে পাঁচ শত দীনারই দিয়ে দাও। গ্রাম্য ব্যক্তিটি তা গ্রহণ করে কাঁদতে লাগলো। তিনি বললেনঃ কাঁদো কেন? তুমি যা চাইলে তা তো পেয়ে গেলে? সে বললোঃ অবশ্যই। তবে আমি কাঁদছি এ জন্য যে, মৃত্যুর পর আপনার মতো মানুষকে জমিন কিভাবে খেয়ে ফেলবে?

(আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্ ৮/৯৩)

৪৭. হযরত রাবী' (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক ভিক্ষুক হযরত ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) এর ঘোড়ার লাগাম ধরলে তিনি আমাকে বললেনঃ লোকটিকে চারটি দীনার দিয়ে দাও। আর আমার পক্ষ থেকে তার নিকট এ বলে ক্ষমা চাও যে, সময়ের অভাবে আমি তার কোন খবরাখবর রাখতে পারিনি।

(আস-সিয়ার ১০/৩৭)

৪৮. হযরত 'হাকীম বিন্ 'হিযাম (রাহিমাহুল্লাহ্) কোন দিন কোন ভিক্ষুককে না দেখলে তিনি খুব মন খারাপ করে বলতেনঃ আমি কোন দিন সকালে যদি আমার ঘরের দরোজায় কোন ভিক্ষুককে না পাই তা হলে আমি সে দিনকে বড়ো বিপদের দিন মনে করি।

৪৯. হযরত ইব্নু শুব্রুমাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) একদা জনৈক ব্যক্তির একটি বড়ো প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন। অতঃপর লোকটি তাঁর নিকট কিছু হাদিয়া নিয়ে আসলে তিনি বললেনঃ এটি কি? সে বললোঃ আপনি যে অমুক দিন আমার বড়ো একটি উপকার করেছেন তাই আপনার জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে আসলাম। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সুস্থ্ রাখুন! এটি নিয়ে যাও। মনে রাখবে, তুমি কারোর নিকট কোন প্রয়োজন উপস্থাপন করলে সে যদি তা মেটানোর যথাসাধ্য চেষ্টা না করে তা হলে তুমি ভালোভাবে ওযু করে তার জানাযার নামাযটুকু পড়ে দিবে। কারণ, সে মৃত সমতুল্য।

(এহ্ইয়া' ২/১৫৯)

৫০. হযরত মালিক ইব্নু দীনার (রাহিমাহুল্লাহ্) একদা বসা ছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ভিক্ষুক তাঁর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেনঃ খেজুরের পাত্রটি নিয়ে আসো। অতঃপর তিনি সেখান থেকে অর্ধেক খেজুর ভিক্ষুকটিকে দিয়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রী বললোঃ তোমার মতো মানুষকে যাহিদ বলা হয় ?! তোমার নাকি দুনিয়ার প্রতি কোন লোভ নেই। তুমি কি কখনো দেখেছো কোন রাষ্ট্রপতিকে অর্ধেক হাদিয়া দিতে। অতঃপর তিনি ভিক্ষুকটিকে সবই দিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর স্ত্রীকে বললেনঃ তুমি ভালোই করেছো। আরো করতে চেষ্টা করো। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ، ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ، ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ، إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ ، وَ لاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴾

(আল-'হাক্বাহ্ : ৩০-৩৪)

অর্থাৎ (ফিরিশতাদেরকে বলা হবেঃ) তাকে ধরো। অতঃপর তার গলোদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও। এরপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত করো সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে। কারণ, সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিলো না এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করতো না।

হযরত মালিক বিন্ দীনার তাঁর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ আমরা এ কঠিন পরিস্থিতির অর্ধেক এড়াতে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান এনেছি। বাকি অর্ধেক এড়াবো সাদাকা-খায়রাত করে।

(তাম্বীহুল-গাফিলীন ২৫২)

৫১. হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ জা'ফর (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা এক হারানো জিনিসের খোঁজে বের হলাম। পথিমধ্যে একটি খেজুর বাগানে ঢুকে দেখি, তাতে একটি কালো গোলাম কাজ করছে। তার খাবার উপস্থিত করা হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাতে একটি কুকুর ঢুকে পড়লো। কুকুরটি গোলামের নিকটবর্তী হতেই সে তাকে এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে দিলো। অতঃপর আরেক টুকরো। এরপর আরেক টুকরো। এমনকি কুকুরটি তার পুরো খাবারই খেয়ে ফেলে। অতঃপর আমি বললামঃ হে গোলাম! প্রতিদিন তুমি কতটুকু খাবার পাও। সে বললোঃ এতটুকুই যা আপনি ইতিপূর্বে দেখেছেন। আমি বললামঃ তা হলে কুকুরটিকে খাওয়ালে কেন? সে বললোঃ এ এলাকাতে কুকুর নেই। অতএব কুকুরটি ক্ষিধার জ্বালায় নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকেই এসেছে। আর আমি চাই না যে, আমি খাবো আর কুকুরটি উপবাস থাকবে। আমি বললামঃ তা হলে তুমি আজ খাবে কি? সে বললোঃ আমি আজ আর কিছুই খাবো না। উপবাস থাকবো। তখন আমি মনে মনে বললামঃ আমাকে মানুষ দানশীলতার জন্য তিরস্কার করে। এতো বেশি দান করি কেন? অথচ এ গোলামটি আমার চাইতেও অধিক দানশীল। অতঃপর আমি বাগানবাড়িটি গোলাম ও সকল আসবাবপত্রসহ খরিদ

করলাম এবং গোলামটিকে স্বাধীন করে বাগানবাড়িটি তাকে দিয়ে দিলাম।

(এহ্ইয়া' ৩/৩৭৩)

৫২. হ্যরত আনাস্ বিন্ সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ্) রামাযানের প্রতিটি সন্ধ্যায় পাঁচ শত মানুষকে ইফতার খাওয়াতেন।

(শাযারাতুয-যাহাব ১/১৫৭)

৫৩. হ্যরত জা'ফর বিন্ মুহাম্মাদ বিন্ 'আলী (রাহিমাহুল্লাহ্) মানুষদেরকে এতো বেশি খাওয়াতেন যে, পরিশেষে তাঁর পরিবারের জন্য খাবারের কিছুই থাকতো না।

(স্বিফাতুস্ব-স্বাফওয়াহ্ ২/১৬৯)

৫৪. হ্যরত মুহাম্মাদ বিন্ ইসহাক্ব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ মদীনাবাসীরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে জীবন যাপন করে যাচ্ছিলো। তারা কখনো জানতো না রাতের অন্ধকারে তাদের খাবার-দাবার কোথায় থেকে আসে। যখন হ্যরত 'আলী বিন্ 'হাসান (রাহিমাহুল্লাহ্) ইন্তিকাল করলেন তখন ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, রাতের অন্ধকারে তাদেরকে আর কেউ খাবার-দাবার দিয়ে যায় না।

(আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্ ৯/১১৭)

৫৫. একদা জনৈকা মহিলা হ্যরত লাইস বিন্ সা'দ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর নিকট এসে বললোঃ হে আবুল-'হারিস! আমার সন্তানটি রোগাক্রান্ত। সে মধু খেতে চায়। তখন হ্যরত লাইস তাঁর গোলামকে বললেনঃ মহিলাটিকে একশত বিশ লিটারের একটি মধুর ভাণ্ড দিয়ে দাও।

৫৬. হ্যরত আহ্মাদইবন্ ইব্রাহীম বেশি বেশি সাদাকা করতেন। একদা জনৈক ভিক্ষুক তাঁর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাকে দু'টি দিরহাম দান করেন। ভিক্ষুকটি বললোঃ আল-'হাম্দুলিল্লাহ্। তখন তিনি আরো তিনটি দিরহাম দিলেন। ভিক্ষুকটি বললোঃ আল-'হাম্দুলিল্লাহ্। তখন তিনি আরো পাঁচটি দিরহাম দিলেন। এভাবে তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আর ভিক্ষুকটি শুধু আল-

'হাম্‌দুলিল্লাহ্‌ বলছে। এমনকি তিনি ভিক্ষুকটিকে একশতটি দিরহাম দিয়ে দিলেন। তখন ভিক্ষুকটি বললোঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার সম্পদকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন এবং তা দীর্ঘস্থায়ী করুন। তখন তিনি ভিক্ষুকটিকে বললেনঃ আল্লাহ্‌'র কসম! তুমি যদি আরো আল-'হাম্‌দুলিল্লাহ্‌ বলতে আমি তোমাকে আরো বাড়িয়ে দিতাম। যদিও তা দশ হাজার দিরহাম হোক না কেন।

(আল-বিদায়াহ্‌ ওয়ান-নিহায়াহ্‌ ১১/১৩১)

৫৭. হযরত 'হাসান বিন্‌ সাহ্‌ল (রাহিমাহুল্লাহ্‌) কে যখন তিরস্কার করে বলা হলোঃ সীমাতিরিক্ত দানে কোন সাওয়াব নেই। তিনি বললেনঃ দানের মধ্যে সীমাতিরিক্ত বলতে কিছুই নেই।

(ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান ২/১২১)

৫৮. হযরত খালিদ আত্ব-ত্বাহ্‌'হান (রাহিমাহুল্লাহ্‌) নিজকে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছ থেকে চার বার খরিদ করেছেন। নিজকে ওজন করে নিজ ওজন সমপরিমাণ রুপা তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার রাস্তায় সাদাকা করেন।

৫৯. হযরত ইয়াযীদ বিন্‌ আবু হাবীব (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বর্ণনা করেনঃ মিসরের হযরত মারসাদ বিন্‌ আবু আব্দুল্লাহ্‌ আল-ইয়াযানী (রাহিমাহুল্লাহ্‌) সবার আগে মসজিদে যেতেন। যখনই তিনি মসজিদে আসতেন তখনই তাঁর সাথে কিছু না কিছু সাদাকা নিয়ে আসতেন। তা পয়সা, রুটি, গম যাই হোক না কেন। একদা তিনি পিয়াজ নিয়ে মসজিদে আসলেন। হযরত ইয়াযীদ বলেনঃ একদা আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ হে কল্যাণকামী মহান ব্যক্তিত্ব! এ পিয়াজ তো আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ গন্ধময় করে দিবে। তখন তিনি বলেনঃ হে আবু হাবীবের ছেলে! আমি তো এ পিয়াজ ছাড়া ঘরে সাদাকা দেয়ার মতো আর কিছুই পেলাম না। রাসূল ﷺ এর জনৈক সাহাবী আমাকে বললেনঃ একদা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ

(স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৮৭২)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন একজন মু'মিনের জন্য তার সাদাকাই হবে তার জন্য ছায়া।

আপনি যতো বড়ো ধনীই হোন না কেন তবুও আপনি এ ব্যাপারে কখনো নিশ্চিত নন যে, আপনি অন্ততপক্ষে কাফনের কাপড়টুকু নিয়ে হলেও কবরে যেতে পারবেন।

বনী বুওয়াই রাষ্ট্রপতি ফখরুদ-দাউলাহ্ 'আলী বিন্ রুক্ন সর্বদা বলে বেড়াতেনঃ আমি এতোগুলো সম্পদের মালিক যা আমার সন্তান ও সেনা বাহিনী সবাই মিলে পনেরো বছর খেলেও তা শেষ হবে না। কিন্তু যখন তিনি রায় নামক এলাকার সুপ্রসিদ্ধ কেল্লাতে ইন্তিকাল করেন তখন তার ধন-ভাণ্ডারের চাবি ছিলো তাঁর ছেলের কাছে। তাঁর ছেলেটি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলো না। যার দরুন তাঁর কাফনের কাপড়টুকুরও ব্যবস্থা হয়নি। পরিশেষে তাঁর কাফনের জন্য কেল্লাটির নিচে অবস্থিত জামে' মসজিদের জনৈক দায়িত্বশীল থেকে এক টুকরো কাপড় কেনা হলো যা তিনি নিজেই একদা মসজিদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর সেনারা উক্ত কাফনের ব্যাপারে মতানৈক্য করলে তাঁকে এভাবেই দীর্ঘ সময় রাখা হয়। ইতিমধ্যে তাঁর শরীরে পঁচন ধরে যায়। তখন তাঁর নিকটবর্তী হওয়াই কারোর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। অতএব তাঁর লাশে রশি বেঁধে কেল্লার সিঁড়ি দিয়ে দূর থেকে টেনে নিচে নামানো হয়। তাতে করে তাঁর লাশটি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় ; অথচ তিনি আটাশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার দীনার নগদ অর্থ, চৌদ্দ হাজার পাঁচ শত হীরা-জাওয়াহির মণি-মুক্তা যার মূল্য দশ লক্ষ দীনার, ত্রিশ লক্ষ দীনারের বাসন-কোসন, তিন হাজার উটের বোঝাই ঘরের আসবাবপত্র, এক হাজার উটের বোঝাই যুদ্ধাস্ত্র এবং দু' হাজার পাঁচ শত উটের বোঝাই বিছানাপত্র রেখে যান।

(শাযারাতুয-যাহাব ৩/১২৪)

সাদাকা সম্পর্কে এতো কিছু শুনার পরও এমন হবেন না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ هَآ أَنْتُمْ هٰؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ، وَ مَنْ يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِه ، وَ اللهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ، وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُوْا أَمْثَالَكُمْ ﴾

(মুহাম্মাদ : ৩৮)

অর্থাৎ হ্যাঁ, তোমরাই তো ওরা যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করতে বলা হয়েছে ; অথচ তোমাদের অনেকেই এ ব্যাপারে কৃপণতা দেখাচ্ছে। মূলতঃ যারা কার্পণ্য করে তারা তো নিজেদের ব্যাপারেই কার্পণ্য করে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তো ধনী-অভাবমুক্ত। তাঁর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। বরং তোমরাই গরীব। যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে খরচ করতে বিমুখ হও তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য আরেক জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন যারা কখনোই তোমাদের মতো হবে না।

ওদের মতোও হবেন না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ ، وَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُوْنَ مَآ آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه، وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴾

(নিসা' : ৩৭)

অর্থাৎ যারা কৃপণতা করে এবং লোকদেরকে কার্পণ্য শিক্ষা দেয়। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সম্পদ সমূহ লুকিয়ে রাখে (তারা তো বস্তুতঃ কাফির) আর আল্লাহ্ তা'আলা তো এমন কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থাই রেখেছেন।

কখনো এমন মনে করবেন না যে, আপনি নিজেই আপনার মেধা ও বাহু বলে আপনার সম্পদগুলো কামিয়েছেন। বরং তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার

একান্ত মেহেরবানিতেই সম্ভবপর হয়েছে। অভিশপ্ত ক্বারূন তো নিজের সম্পদের ব্যাপারে এমন ধারণাই পোষণ করতো। তার কথাই তো আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুর'আন মাজীদে উল্লেখ করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِيْ ، أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ أَكْثَرُ جَمْعًا ، وَ لاَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴾

(আল-ক্বাস্বাস্ব : ৭৮)

অর্থাৎ সে বললোঃ এ সম্পদ তো শুধু আমি আমার মেধার বলেই লাভ করেছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন। যারা ছিলো তার চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী এবং প্রচুর সম্পদের মালিক। অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার তো কোন প্রয়োজনই নেই। (কারণ, সবই তো আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে সম্পদ দিয়েছেন সে জন্য একমাত্র তাঁরই প্রশংসা করুন। তা নিজেও খান। অপরকেও খাওয়ান। আল্লাহ্'র রাস্তায় যথাসাধ্য খরচ করুন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সাদাকা দেয়ার উপযুক্ত বানিয়েছেন। খাওয়ার নয়। সর্বদা নিম্নোক্ত আয়াত স্মরণ করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَ لاَ خُلَّةٌ وَّ لاَ شَفَاعَةٌ ، وَ الْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ২৫৪)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় খরচ করো এমন দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন ক্রয়-

বিক্রয় চলবে না, না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে, না কারোর সুপারিশ ফায়দা দিবে। কাফিররা তো সত্যিই যালিম।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁরই দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার কল্যাণে যথাসাধ্য ব্যয় করার তাওফীক দান করুন। আ'মীন সুম্মা আ'মীন। ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সূচীপত্রঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত

প্রিয় বাংলাভাষী ভাইয়েরা!

নির্মল নির্ভেজাল সত্য পেতে হলে তা যথাসাধ্য ও সঠিক পন্থায় অনুসন্ধান করতে হবে। তবে তা পাওয়া সহজ যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তা সহজ করে দেন। নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ "আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাকলে কোন দিন পথহারা হবে না। জিনিস দু'টি হলো আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ্। (মুওয়াত্তা/মালিক : ১৫৯৪ , ১৬২৮ , ৩৩৩৮) .

অতএব আপনি সর্বদা এ ব্যাপারে যত্নবান হবেন যে- যেন আপনার সকল এবাদত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার শরীয়ত, রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরাম তথা কিয়ামত পর্যন্ত আসা তাঁদের অনুসারীদের তরীকা মতো হয়। আর আমরা ''ইন্‌শা আল্লাহ'' আপনাকে সেই আলোর পথে পোঁছাতে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবো। এ কাজে আমাদের উপকরণ হলো বই -পুস্তক, কেসেট এবং দাওয়াতী কাজে নিযুক্ত আলিম সম্প্রদায়।

অতএব হক ও আলোর অনুসন্ধানে উক্ত উপকরন সমূহের কোন কিছুর প্রয়োজন মনে করলে আমাদের সাথে অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। আমরা যথাসাধ্য আপনার সহযোগিতায় যত্নবান হবো "ইন্‌শা আল্লাহ্" ।

বাদ্‌শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্‌-বাতিন ৩১৯৯১